ওঁ

ভগবান শ্রীশ্রীহরিহর বাবার

সংক্ষিপ্ত

লীলামৃত

[পদ্মবিভূষণ শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের
ভূমিকা সম্বলিত]

স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী (শিববাবা)

পরম শ্রদ্ধেয়া শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মাতাজীকে
সাদর উপহার দিলাম।।

ভবদীয়
স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী।।
শ্রাবণ - ১৩৭৪

ওঁ

ভগবান শ্রীশ্রীহরিহর বাবার

সংক্ষিপ্ত

লীলামৃত

[পদ্মবিভূষণ শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের ভুমিকা সম্বলিত]

ও

বাঙ্গালায় মহিম্ন স্তোত্র এবং ১০৮ শ্রীরামনাম সংকীর্ত্তন।
মহাপুরুষদের মুখের কথায় ও বিশিষ্ট ভক্তগণের মুখের কথায় প্রভুজীর পরিচয়।

স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী (শিববাবা)

মূল্য : এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা

প্রকাশক :

শ্রীঅনঙ্গকুমার মুখোপাধ্যায়

দেবী পাবলিশিং হাউস

১৩।১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

—প্রাপ্তিস্থান—

১। দেবী পাবলিশিং হাউস
১৩/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

২। চলন্তিকা প্রেস
২, রাণী দেবেন্দ্রবালা রোড, কলিকাতা-২

৩। শ্রীবিশ্বেশ্বর মুকার্জ্জী
বি/২২, বাপুজী নগর, কলিকাতা-৩২

৪। শ্রীকৃষ্ণকুমার দে
৬৪, ডাঃ সুরেশ সরকার রোড, কলিকাতা-১৪

৫। কাশীধামে—
শ্রীশ্রী১০৮ অন্নদা দেবী মাতৃ আশ্রম
বি/৩/১৮৯, শিবালা

৬। বৃন্দাবনধামে—
শ্রীশ্রীকাত্যায়নী পীঠ
কেশব আশ্রম, রাধা বাগ

মুদ্রাকর :

এ. কে. মুখার্জী

চলন্তিকা প্রেস

২, রাণী দেবেন্দ্রবালা রোড,

কলিকাতা-২

প্রকাশকের নিবেদন

যে মহাপুরুষের লীলামৃত প্রকাশ করিবার সৌভাগ্য লাভে ধন্য, সর্ব্বপ্রথমে সেই চির মঙ্গলময় পরমারাধ্য গুরুদেব ভগবান্ শ্রীশ্রীহরিহর বাবার শ্রীচরণে ভক্তি বিনম্র চিত্তে প্রণতি জানাই।

আর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা জানাই পূজ্য গুরুভ্রাতা পরমহংস শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ বাবার প্রিয় সন্তান স্বামী শিবানন্দজীকে।

বহু দিনের আকাঙ্ক্ষা আজ স্বামীজী নিজগুণে মিটাইয়া আমাকে কৃতার্থ ও কি ভাবে আনন্দ দিলেন তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিবার ভাষা খুজিয়া পাইতেছি না।

স্বামীজী আমার পূজ্য গুরুভ্রাতার সন্তান হইলেও তিনি শ্রদ্ধার পাত্র।

প্রথমে তার লিপি পাঠ করিয়া আমার মনে হইল, তিনি যথার্থ গুরু কৃপা লাভ করিয়াছেন। তৎসহ প্রভুজীর কৃপা পূর্ণভাবে অন্তরে লাভ করিয়াছেন। নচেৎ এত সুন্দর ও সুষ্টভাবে প্রভুলীলা কাহিনী কাহারও পক্ষে ব্যক্ত করা সম্ভব নয়।

পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহোদয়ের লিখিত ভূমিকা পাঠে পাঠকগণ স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করিবেন।

আমরা সংসারী জীব, ভগবৎ লীলা সমন্ধে কতটুকু জানি। তিনি সকলের ভিতর বিরাজ করিলেও উপযুক্ত পাত্র বিশেষে কাহার কাহার ভিতর কম বেশি প্রকট হন।

তাহার মানব সন্তানেরা মোহ নিদ্রা হইতে মুক্ত হইয়া যাহাতে সত্যের পথে যাইতে পারে, সেই কারণে তাঁহার বেদ বাণী শুনাইবার

জন্য যুগে যুগে নিজে অবতাররূপে আবির্ভূত হন কখনও বা প্রিয় [illegible] ভক্ত সন্তানের অন্তরে উদিত হন।

আমার মনে হয় প্রভুজী আমাদের জাগাইবার জন্য স্বামীজীর অন্তরে প্রেরণা দিয়া দয়াময় নিজ কৃপাগুণে প্রচারিত হইলেন।

আজ তাহারি কৃপায় আমার গুরুভ্রাতা, ভগ্নীগণ, স্বামীজীর গুরুভ্রাতা ও ভগ্নীগণ এবং ভক্ত পাঠকগণের কাছে প্রভুজীর লীলামৃত খানি দিতে পেয়ে নিজেকে ধন্য ও জন্ম সার্থক মনে করিতেছি। তৎসহ অন্তরের ধন্যবাদ জানাইতেছি যাহারা প্রুফ সংশোধন করিয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। যথা—১। শ্রীপ্রসাদ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী। ২। শ্রীরাম কুমার দে। ৩। শ্রীঅমল চন্দ্র মিত্র।

১লা বৈশাখ, ১৩৭৪
শনিবার

শ্রীঅনঙ্গ কুমার মুখোপাধ্যায়

জয় ভগবান হরিহর বাবার জয়।

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় | পৃষ্ঠা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভূমিকা

শ্রীশ্রীহরিহর বাবা ৺বারানসী ধামে দীর্ঘকাল যাবৎ জঙ্গম বিশ্বনাথ স্বরূপ বিরাজমান ছিলেন।

আমি বহুবার তাহার শ্রীচরণ দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি—যখন তিনি অসিঘাটের সান্নিধ্যে গঙ্গাতটে অবস্থান করিতেন তখন হইতে নৌকায় অবস্থানের প্রায় শেষ দিকে বিভিন্ন সময়ে তাঁহাকে দর্শন করিয়াছি। নগ্নকায়, স্থির, সৌম্যমূর্ত্তি, সমাহিতচিত্ত, প্রসন্ন বদন অবধূত মূর্ত্তি দর্শনমাত্র মস্তক ঐ রাতুল চরণে অবনত হইয়া পড়িত।

আজ তাঁহার স্মৃতি হৃদয়ক্ষেত্রে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। অনেক সময় মনে হত এমন মহাপুরুষের জীবনী কথা প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। ইহাদের জীবন ঘটনা বহুল হইতে পারে না, তথাপি ইহার মহত্ব আছে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ ইহার সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত কবিতায় রচনা করিয়াছেন। ইনি বাবাজীর প্রশিষ্য, সুতরাং জীবনী লিখিবার যোগ্য পাত্র। বহু পরিশ্রমে নানা স্থান থেকে উপাদান সংগ্রহ করিয়া ইনি রচনা কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। পাণ্ডুলিপি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইলে বহু ভক্তগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। আশাকরি এই ছন্দোবদ্ধ জীবনী গাথা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

২/এ সিগরা
৺বারানসী
৩০-১২-৬৫

ইতি—
শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

অভিমত

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী শ্রীশ্রীহরিহর বাবার জীবন চরিত কবিতায় লিখিয়াছেন। পূর্ব্বে কবিতাতেই যাবতীয় গ্রন্থ লিখিত হইত ও মুখে মুখে সকলে তাহা বলিয়া আনন্দ পাইতেন। কবিতায় লিখিত গ্রন্থরাজি নিরক্ষরদেরও মুখস্থ হইয়া যাইত। জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক প্রচারের ইহা একটি সুন্দর উপায়। শ্রীশ্রীহরিহর বাবাকে না জানেন এমন লোক কাশী কেন উত্তর প্রদেশে নাই। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের যাঁহারাই কাশী আসিয়াছেন বাবাকে দর্শন না করিলে যেন কাশী দর্শন সম্পূর্ণ হইল না মনে করিতেন। পাশ্চাত্য দেশের বহু নরনারীও বাবাকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।

সমগ্র জীবন গঙ্গাবক্ষে নৌকায় বাস করিয়াছেন, তাঁহার করুণাধারায় লক্ষ লক্ষ নরনারী স্নাত হইয়াছেন। আমরাও তাঁহার অপার স্নেহ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। তাঁহার জীবন কথা জনসমাজে প্রচারিত হইলে জগতের কল্যাণ হইবে নিঃসন্দেহ। আমি শ্রীমৎ শিবানন্দজীর এই প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন করিতেছি।

ঝুলন পূর্ণিমা
শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ আশ্রম
পোঃ রামচন্দ্রপুর আশ্রম
পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ

অসিমানন্দ সরস্বতী
২৭শে শ্রাবণ, ১৩৭২

পরম পূজ্যতম শিবোপম মহাত্মা শ্রীশ্রী১০৮ হরিহর বাবার পুণ্যদর্শনের সৌভাগ্য শ্রীগুরু কৃপায় বহু বারই হইয়াছে যখনই গিয়াছি, দেখিয়াছি নৌকায় নামকীর্ত্তন হইতেছে পাঠ হইতেছে, দর্শনার্থি ভক্তগণের যাতায়াত আত্মনিবেদন হইতেছে, তিনি কিন্তু সেই স্থানে থাকিয়াও সব কিছুর অতীত যেন কোন সুদূরে,—আপনাতে আপনি ডুবিয়া আছেন। আমরা আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলে দৃষ্টি দ্বারা আশীর্বাদ করিয়াছেন। সেই দৃষ্টির পুণ্যপ্রবাহে স্নাত হইয়া আমরা ধন্য হইয়াছি।

দেহত্যাগের পূর্ব্বে গিয়া দেখিলাম সেই মহাত্মা যেন সশরীরেই ব্রহ্মলীন

হইতেছেন। সেই বিশাল বপু ক্ষীণতম হইয়া গিয়াছে কিন্তু তিনি সেই সমাহিত সেই সর্ব্বাতীত।

সেই অমরাত্মা দেহত্যাগ করিলে সারা কাশীতে সাড়া পড়িয়া গেল। দলে দলে লোক সেই পূত দেহের শেষ দর্শনার্থে অসিঘাটে সমবেত হইতে লাগিলেন। প্রায় মধ্যাহ্নকালে সুসজ্জিত নৌকায় উপবিষ্ট মাল্য চন্দনে সুভূষিত সেই পবিত্র দেহ নিয়া কীর্ত্তন ও আরতি সহ ভক্তগণ যখন আনন্দময়ী মায়ের ঘাটে আসিলেন, আমরা তাঁহার সেই অম্লান পবিত্র দেহ দর্শনে যেন বিশ্বাসই করিতে পারিলাম না যে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। মনে হইল সেই তিনি সমাধিতে ডুবিয়া বসিয়া আছেন। সেই পূত দেহে মাল্যদান ও আরতি করিয়া আমরা ধন্য হইলাম।

শ্রীশ্রী'শবানন্দ মহারাজ জী শ্রীশ্রী১০৮ হরিহর বাবার পবিত্র জীবন কথা পদ্য ছন্দে লিপিবদ্ধ করিয়া জগজ্জনকে পরিবেশন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহা তাঁহার পরম ঔদার্য্য এবং আমাদের পরম সৌভাগ্য। প্রাঞ্জল ভাষায় সুললিত ছন্দে প্রকাশিত এই অমৃত রস আমরা সকলেই সমভাবে ও অনায়াসে পান করত অমর পদার্থের অনুচিন্তনও অনুসরণ পূর্ব্বক ধন্য হইতে পারিব।

শ্রীশ্রীশিবানন্দ মহারাজজীর এই সুমহান প্রয়াসকে আমরা অভিনন্দন করিতেছি। ইতি—

শ্রীশ্রী১০৮ অন্নদাদেবী মাতৃ আশ্রম
শ্রীগঙ্গাদেবী
পঞ্চতীর্থ, বেদান্ত ও সরস্বতী
কাব্য, ব্যাকরণ, পুরাণ, সাংখ্য, বেদান্ত।
১৫ই কার্ত্তিক ত্রেতাযুগাদ্যা
১৩৭৩ সন

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী শ্রীশ্রীহরিহর বাবার জীবনচরিত কবিতার ছন্দে লিখিয়াছেন। সহজ সরল ভাষায় তাহার মাধুর্য্য আরও যেন বাড়িয়াছে। মহাপুরুষের জীবন আলেখ্য সম্বন্ধে নূতন করিয়া শিবানন্দজী আমাদের অমৃতের আস্বাদ দিলেন।

আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

২/১এ, দেব লেন
ইটালী
কলিকাতা

শ্রীনির্ম্মল কুমার সরকার
(এম. বি)

ওঁ নমঃ শ্রীভগবতে হরিহরায় নমো নমঃ

অজ্ঞান অন্ধকার নাশি যে করিল জ্ঞানেতে স্থিতি।
সে জ্যোতিরে বারে বারে নমামি নমামি॥

—(০)—

॥ নিবেদন ॥

ধন্য ভারতবাসী, ধন্য ভারতভূমি।
যুগে যুগে বিশ্বমাঝে, শ্রেষ্ঠ মাগো তুমি॥
কত মহাত্মা জন্মিয়াছে তব কোলেতে।
কার বা চরিতামৃত লেখা আছে খাতে।
কাহার বা নাম চলেছে গো মুছে যেতে॥
বহু মহাত্মা বেদের ধর্ম্ম প্রচারিতে।
জীবন দিয়েছে তারা এ পৃথিবীতে॥
এখন জানাইব আপনাদের হেথা
এক বিরাট পুরুষের মহিমা গাঁথা
তাঁর নাম ধরাতে চিরকাল পূজিতে,
জীবনীখানি লিখি গুরু আজ্ঞা পালিতে।
দেখিতে পাবে না তাঁর দ্বিতীয় ধরাতে,
জানি তাঁর মানা আছে নাম প্রচারিতে॥
ভক্তের মঙ্গলের তরে হবে লিখিতে॥
কাহার সাথে কাহারো হয় না তুলনা।
তাতে জ্ঞানীজনের মান রাখা যায় না॥

প্রভুর তুলনা কাহারও সাথে করি না।
করিলে তাঁর সম্মান তাতে বাড়িবে না॥
মাসের পর মাস দেখা গেছে সেথায়।
তিনমাস অবিরত নাম গান হয়।
সর্বশ্রেষ্ঠ গায়ক তাঁরে গান শোনায়,
বহু ভক্ত ও প্রেমিক সেথা গান গায়॥
মত্ত হয়ে কভু বিচলিত হন নাই॥
অটল পাথর যেন স্থির সর্ব্বদাই॥
অনেকে প্রথমে আসি দেখিয়া নৌকাতে।
দেহ কি পাথর পারে না স্থির করিতে॥
এখানে জানাইতেছি আনন্দের সাথে।
প্রথমে শুরু করিনু জন্ম পর্ব্ব হতে।
পরে লিখিব দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ হতে॥
জ্ঞানীগণের পরিচয় তাঁদের মত।
ভক্তগণের পরিচয় ও মতামত॥
তৃতীয় পরিচ্ছেদে পুনঃ শুরু করিব।
নাগোয়া ও অসির খবর জানাব॥

—ঃ পূর্ব্বাভাষ ঃ—

শ্রীগুরুর জীবনীখানি প্রকাশিলে পরে,
প্রভুজীর ভক্ত সবে অনুরোধ করে।
বিশেষ করি রামশরণ ব্রহ্মচারী।
রামতরণ বাবু, বৈদ্যনাথ শাস্ত্রী,
সতীশ কর্ম্মকার ও শ্রীশ আচারি ॥
মানীগণের আদেশ মানিবার তরে।
বাধ্য হয়ে লেখনী ধরি নমি ঈশ্বরে ॥
স্মরণ লইনু শ্রীগুরুর শ্রীচরণ।
ভক্তিভরে পূজিনু প্রভুজীর চরণ ॥
ভক্তিভরে একমনে জপিয়া ইষ্টেরে।
লেখা শুরু করিলাম কাগজ উপরে ॥
জীবনী অর্দ্ধেক লিখা হইবার পরে,
গুরুদেবের আদেশ পেলাম অন্তরে ॥
প্রভুজীর জীবনীটি পদ্যতে লিখিবে।
নিত্য গো পড়িতে পাবে গীতা সম সবে।
পদ্যতে লিখিলাম গুরুর আদেশেতে ॥
পূর্ব্বের লেখা ইতি করিনু সেখানেতে।
ভুল হলে শুধে নিও সুধীগণ সবে ॥
এদীন লেখক নয় সকলে জানিবে ॥

ভগবান শ্রীশ্রীহরিহরানন্দ স্তোত্র

১

শোভে সুন্দর নীলাভকান্ত
শুভ্র জটা শিরে বিভূষিত,
তুহ্মি যোগিবর দিগম্বর
নমামি তোমায়, নমামি হে ॥

২

কাশীবাসি চির ব্রহ্মচারী
গঙ্গা মধ্যে সদা রহ হরি,
রাম নাম ভজ দিবা ভরি,
নমামি তোমায়, নমামি হে ॥

৩

রাগশূন্য মুক্ত অভিমান
বাল্যভাব তব তনু মন
যোগে জপে সদা রহ জাগি
নমামি তোমায়, নমামি হে ॥

৪

বাক্‌সিদ্ধ মুক্ত ভববন্ধ
দীন-দারিদ্র্য-দুঃখ নাশন।
মোক্ষ পথগামী যোগীশ্বর
নমামি তোমায়, নমামি হে ॥

৫

পাপ ত্রিতাপ খণ্ডনকারী
জয় হে ভব বন্ধনহারী
সর্ব্বভয় নিবারণকারী—
নমামি তোমায়, নমামি হে ॥

৬

বর্ষাশীত গ্রীষ্ম করি জয়,
ক্ষুধা পিপাসা—নাহিত ভয়,
ভব সাগর তারণকারী
নমামি তোমায়, নমামি হে ॥

৭

সুখ সাগর হৃদি ভাস্কর
ভ্রম, তমোগুণ নাশকর,
জয় ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর
নমামি তোমায়, নমাহি হে ॥

৮

তু হরিহর নট নাগর,
করুণা অবতার ঈশ্বর।
জয় হে, জয় পরমেশ্বর
নমামি তোমায়, নমামি হে ॥

প্রভুজী
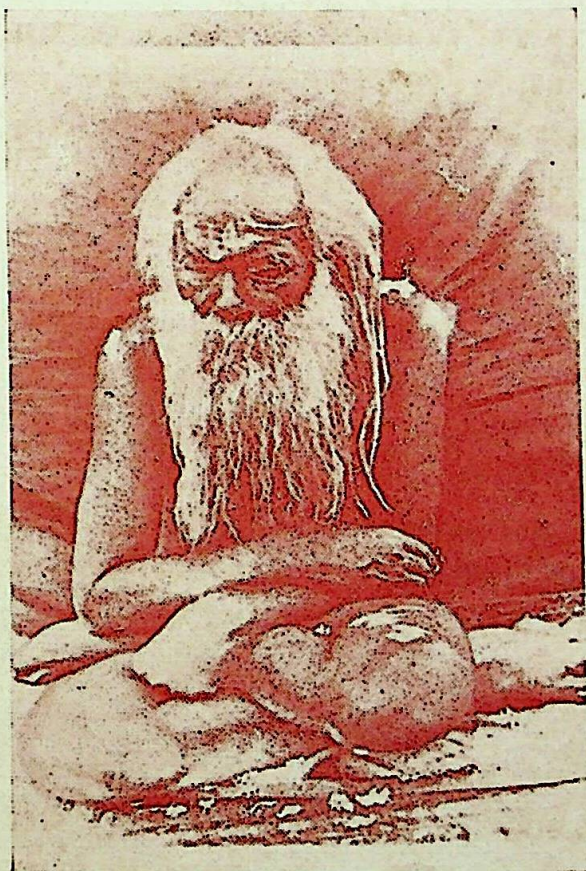
ভগবান শ্রীশ্রীহরিহর বাবা

ওঁ নমঃ শ্রীশ্রীভগবতে হরিহরায় নমো নমঃ ॥

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

সদা ভজ মম মন হরিহর নারায়ণ,
লয়ে শরণ সদ্‌গুরু বিশ্বনাথ চরণ ॥

ভগবান শ্রীশ্রীহরিহর বাবার সংক্ষিপ্ত লীলামৃত ॥

—(০)—

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রভুজীর আবির্ভাব ১২২৭ সাল মাঘিপূর্ণিমা।

যুগে যুগে আসে হরি জাগাতে মানবে।
ভয় নাই আছি আমি সত্য রবে ভবে ॥
মিথ্যার গ্লানি যখনি গো প্রকট হবে,
তখনি সত্য রক্ষার তরে আসি ভবে,
মিথ্যারে ধ্বংস করিবারে জেনো গো সবে ॥
তাই দয়াময় বারো'শ সাতাশ সনে,
সেনাপতি দেহে উদ্ধারিতে দীনজনে।
আবির্ভূত হন শুভ দিনে শুভক্ষণে ॥
বিহারের ছাপরা জিলা জাফ্‌রাপুরে,
মধ্যবিত্ত তেওয়ারী ব্রাহ্মণের ঘরে ॥
সেদিন ছিল শুভ তিথি মাঘী পূর্ণিমা,
উদিল শশী ঘুচাতে বিশ্বের কালিমা।
ভূমিষ্ঠ হইয়া শিশু বলেছিল মা, মা।
পরেতে দ্বিতীয় বাক্য ফুটেছিল রামা ॥

ছোট ভাইয়ের জন্ম।

পিতা তারে সদাই কাছে কাছে রাখিত,
মাতা তারে সামলাইতে নাহি পারিত।
যবে সেনাপতি সাত বছরে পড়িল।
হরিহর নামে এক ভাই জনমিল॥
তৎপরেই জননীর দেহ দিন দিন,
ক্রমশঃ হইতে লাগিল গো অতি ক্ষীণ।

জননীর দেহত্যাগ ১২৩৬ সন।

এইভাবে কিছুদিন ভুগিবার পরে
মাতা তার দেহ রাখি গেল পরপারে।
পুত্রদ্বয় লৈয়া পিতা মুস্কিলে পড়িল,
সদা তাদের কাছে কাছে রাখিতে হৈল॥
জননীর অভাব অনুভব না করে।
সদা চিন্তা ছিল তার পিতার অন্তরে।

পিতার পুনঃ বিবাহ করিতে আপত্তি

কিছু দিন এইভাবে কাটিবার পরে
আপন জন বন্ধুগণ বলিল তারে।
পুত্রদ্বয়কে পালন করিবার তরে,
অনুরোধ করিতেছি হেথা গো তোমারে।
আপত্তি কোরো না পুনঃ বিবাহের তরে॥
যুক্তি তর্কেতে পিতা বলিলেন সেখানে।
তোমরা সকলে ভুল করিছ এখানে॥
নিজ স্বার্থে পুনঃ বিবাহ করিলে পরে,
পুত্রেরা মানুষ হইবে কেমন করে॥
এখন মোর কর্ত্তব্য যদি কিছু থাকে।
মানুষ করে যেতে হবে পুত্রদ্বয়কে॥

পুত্রদের সর্ব্ব কার্য্য নিজে করিতেন,
রাত্রেতে নিজ কাছে লইয়া শুইতেন ॥

পিতার দেহত্যাগ ১২৪১ সাল

এই ভাবে দিন তাদের কাটিতেছিল,
হঠাৎ কালো মেঘ সেথা উদয় হইল ॥
মানুষ যা চায় তাহা কভু নাহি পায়,
পৃথিবীর নিয়ম এই ত দেখা যায় ॥
বিধির কিবা বিধান কে বুঝিবে তায়,
মহামায়ার মায়ায় করে হায় হায় ॥
হঠাৎ ভুগিয়া গো কয়েক দিনের জ্বরে,
তাদের পিতা-ঠাকুর গেল পরপারে ॥
তখন বিপদে পড়িল বালকদ্বয়,
কি করিবে তারা ভেবে কুল নাহি পায় ।

শ্রাদ্ধান্তে সেনাপতির শোনপুর যাত্রা ১২৪১ সাল

পিতার শ্রাদ্ধক্রিয়া তথা শেষ করিয়া,
পড়িবার তরেতে তারা ভিটা ছাড়িয়া,
শোনপুরেতে দুই ভাই গেল চলিয়া ॥
পিতার পরিচিত জমীদার গৃহেতে,
সেনাপতি বসতি করিল সেখানেতে ॥
জমীদার গৃহ হতে খাবার মিলিত,
পরিবার কাপড় জামা সব পাইত ।
ছোট ভাইকে সদা কাছে কাছে রাখিত,
ইস্কুল হৈতে ফিরি কোথা নাহি যাইত ॥
নিদ্রা যাইলে ভাই সে ধ্যানেতে থাকিত ।

যখন তাহার ভাই জাগিয়া থাকিত,
তখন সেনাপতি রামনাম জপিত।
ঈশ্বর কি ভাবে কারে কোলে তুলে লয়।
সামান্য জীব মোরা কেমনে বুঝি তায়।
স্বার্থের পেছনে ছুটি করি হায় হায়।
তবুও মানবের চেতনা নাহি হয়।
যে যাহা চায় ঈশ্বর তারে তাহা দেয়॥

ছোট ভাইয়ের	তাই সেনাপতিরে পরীক্ষা করিবায়,
দেহত্যাগ	ভগবান শেষ বাণ মারিলেন তায়॥
১২৪৪ সাল	তিন দিনের জ্বরে গেল ধরা ছাড়িয়া,
	ছোট ভাই হরিহর তারে ফাঁকি দিয়া।
	একে একে প্রারব্ধ সে করিয়া খণ্ডন।
	ভগবানের নিকট হৈছে আগুয়ান।
সেনাপতির	এখন সেনাপতির সদাই ভাবনা,
বৈরাগ্য	কি কর্ম্ম করিলে পুনঃ জনম হবে না।
	বারে বারে আসা যাওয়া খণ্ডন করি,
	কেমনে সে তরিবে ভবপারের তরী॥
	জন্মজরা ও মৃত্যু হতে সর্ব্ব মানবে,
	কেমনে রেহাই পাবে সদা তাই ভাবে॥
ভাগলপুরে	এইভাবে কিছু দিন চলিবার পরে,
যাত্রা, পুনরায়	তথা হতে গেলেন তিনি ভাগলপুরে।
শোনপুর	কিছু দিন সেথা বাস করিবার পরে,
১২৪৪ সাল	পুনরায় ফিরিলেন তিনি শোনপুরে॥

ফিরিয়া কয় দিন ইস্কুলে যাইলেন,
কিন্তু পাঠেতে আর মন নাহি দিলেন ॥

গৃহত্যাগ ও বিন্ধ্যাচলে যাত্রা ১২৪৫ সাল

আঠারো বৎসরেতে যখনি পড়িলেন।
কাকেও না জানাইয়া গৃহ ছাড়িলেন।
গৃহ ছাড়ি যাইলেন তিনি বিন্ধ্যাচলে।
পাহাড়ের গুহায় বাস করিবে বলে ॥
মনোমত এক গুহায় আসন পাতি।
সীতা-পতিরে সেথায় খোজে দিবা রাতি
কিছু দিন এইভাবে থাকিবার পর।
দেখিলেন দু'জনে পাহাড়ের উপর ॥
পূর্ব্ব পরিচিত দেখি চিনিতেপারিল।
গুহার মধ্যে তাই লুকাইয়া রহিল ॥
সেখান হইতে তারা চলে গেলে পরে,
বাহিরেতে আসিলেন তিনি তারপরে ॥

অযোধ্যায় যাত্রা ও কঠোর সাধনা ১২৪৮ সাল

তারা তাঁরে খুজিতেছে এই মনে করি।
অযোধ্যা যাত্রা করিলেন সে স্থান ছাড়ি ॥
অযোধ্যায় গিয়া তিনি সরযূর ধারে,
পাতার ছাউনি করিয়া নদীর পাড়ে,
ধ্যানে রত থাকিতেন সারা দিন ধরে,
সূর্য্য অস্তের পূর্ব্বে আসিতেন বাহিরে।
স্নান সারি পুনঃ তিনি সেথা ফিরিতেন।
ভক্তেরা খাবার পয়সা যে যা দিতেন ॥

খাবার থাকিলে সেথা নিয়ে খাইতেন,
নচেৎ পয়সা লইয়া ছাতু কিনিতেন,
এ ছাড়া পয়সা তিনি নাহি ছুঁইতেন ॥
অন্য কোন প্রয়োজন হইত না তাঁর।
সরযূর তীরে বাস করিবার পর।
বসন ব্যবহার করিতেন না আর ॥
যজ্ঞোপবীতটী খালি ছিল তাঁর গলে।
দিন কেটে যেত তাঁর রাম রাম বলে ॥
ঐ সময় কয়েক জন যাত্রী আসিল।
দেখিয়া সেনাপতিকে তাহারা বলিল।
এত অল্প বয়সে হরিহরের ভাই !
সন্ন্যাস লওয়া তব ঠিক হয় নাই ॥

হরিহর নাম কিরূপে হইল ?

ডাকিল তারে হরিহরের ভাই বলে।
হরিহর নামে ডাকে শুনিল সকলে ॥
স্থানীয় লোকে সেই সময় হতে তাকে।
হরিহর ভাই বলে সবে তারে ডাকে ॥
হরিহর ভাই হইতে তৎপরে তাকে।
শ্রীহরিহর বাবা বলে সকলে ডাকে।

সাধন পথে ক্রমোন্নতি

এইভাবে দিন যায় রাত আসে তার।
পুনঃ রাত যায় দিন আসে গো আবার ॥
যখন বিশ বৎসর পূরণ হইল।
দেহ হতে এক জ্যোতি বাহির হইল ॥
গৃহ ছাড়ি মুক্তস্থানে আসন করিল ॥

ঐ সময় হতে পয়সা ছুইতেন না।
বেশী কথা কাহারো সাথে বলিতেন না।
পয়সা দিলে তথায় পড়িয়া রহিত।
পরে দুষ্ট বালকেরা তুলিয়া লইত॥
ইট মাটির ঢেলা তারে ছুড়ে মারিত।
কেহ বাজে কথা বলে বিরক্ত করিত॥
তিনি তাতে মনোনিবেশ করিতেন না।
যে যাই করুক না কিছু বলিতেন না॥
ঐ সময় হইতে জলে বেশী থাকিত।
কখন ভাসিত বা দেখা নাহি যাইত॥
ত্রিশ বৎসর সেথায় কাটিবার পর।
আশা তাঁর হইল বাসনা মিটিবার।

শ্রীরামচন্দ্র মা· জানকী ও হনুমান উপস্থিত ও হনুমানের আদেশ। ১২৮৮ সাল

শ্রীরামচন্দ্র মা জানকী ও হনুমান।
আসিয়া সেথায় তাঁরে দরশন দেন॥
হরিহরকে বলিলেন শ্রীহনুমান।
হরিহর! ইষ্ট কৃপা পেতে যদি চাও।
বিশ্বনাথের কৃপা নিতে কাশীতে যাও॥
ইষ্টদেবের কৃপা তুমি কাশীতে পাবে।
সর্ব্বাগ্রে বিশ্বনাথের কৃপা নিতে হবে,
যত শীঘ্র পার তুমি কাশী চলে যাবে॥

কাশী যাত্রা ১২৮৮ সাল

সেই মুহূর্ত্তে হরিহর যাত্রা করিল,
শত মাইল হাঁটি পরে গঙ্গা ধরিল।
জলেতে সাঁতরাইয়া কাশীতে পৌছিল॥

স্বামী তৈলঙ্গা-
নন্দজীও
দুই প্রভুজী
দুই দিগম্বরের
মিলন।
১২৮৮ সাল

পথে তৈলঙ্গ স্বামীর সাথে দেখা হয়।
দুই উলঙ্গে প্রথম মিলন সেথায়॥
দুই মহাত্মা সেথায় সাক্ষাতের পরে।
গেল বিশ্বনাথের মন্দিরের ভিতরে॥
দুই ঘণ্টা অবস্থান করিয়া মন্দিরে।
তাহার পরে তিনি আসিলেন বাহিরে॥
গঙ্গার তীরে আসি জলেতে পড়িলেন।
সাঁতার দিয়া তিনি নাগোয়াতে গেলেন॥
পৌঁছিয়া নাগোয়ার চড়াতে উঠিলেন।
এক পাথর-পরে আসন করিলেন॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মহাপুরুষদের শ্রীমুখের কথা ও ভক্তগণের মুখের কথা।

হেথা কয়েকজনের পরিচয় দিব।
প্রভুর সম্বন্ধে তাদের মত জানাব।
পুনরায় এখান হতে পরে লিখিব॥
মৌন থাকি সেথা ধ্যানে রত থাকিতেন।
মণি-কর্ণিকায় মাঝে মাঝে যাইতেন।
তৈলঙ্গ স্বামীর সাথে দেখা করিতেন॥
স্বামীজী তাঁহার কাছে প্রায় আসিতেন।
ও সন্ন্যাসী শিষ্যগণে তিনি বলিতেন॥
মাঝে মাঝে যখন যার সুবিধা হবে।
নাগোয়ার সন্ন্যাসীর খবর লইবে।
ফল ও মিষ্টি মাঝে মাঝে দিয়া আসিবে।
ভবিষ্যতে কাশীর শিব সেই জানিবে॥
হরি-হর এক দেহে জেনো বিরাজিছে।
ওর জোড়া জপ সিদ্ধ কেহ নাহি আছে॥
তারপরে বারো'শ চুরানব্বই সালে।

মাতা অন্নপূর্ণা বাই-মঙ্গলদাস ব্রহ্মচারী স্বামী কৃষ্ণানন্দ ও কালিকানন্দ

ভগবান তৈলঙ্গ-স্বামী দেহ রাখিলে।
স্বামীজীর নিম্নলিখিত শিষ্য সকলে॥
মাতা অন্নপূর্ণা বাই স্বামী কৃষ্ণানন্দ।
মঙ্গলদাস আর স্বামী কালিকানন্দ॥
তারা সঙ্গেতে কিছু ফল মূল লইয়া।
প্রভুজীর খোঁজ নিত নাগোয়াতে গিয়া॥

সকলের খাবার প্রভুজী নিতেন না।
যার তার কথাতেও কান দিতেন না ॥

দণ্ডী স্বামী ভাস্করানন্দ ও প্রভুজী।

স্বামী ভাস্করানন্দ তখনকার দিনে।
সবে তার পাণ্ডিত্যের পরিচয় জানে ॥
দুর্গাকুণ্ডে নিজ কুটিয়াতে থাকিতেন।
লেখাপড়া শাস্ত্রচর্চ্চা সদা করিতেন।
তিনি তাঁর শিষ্য ভক্তদের বলিতেন ॥
তৈলঙ্গ স্বামীজীর পরে জেনো কাশীতে।
হরিহর বাবা শিবরূপে নাগোয়াতে।
হরিহর বাবার সাথে দেখা করিতে।
মাঝে মাঝে যাইতেন তিনি নাগোয়াতে।
তা ছাড়া কারো কাছে তিনি যাইতেন না।
সবার সাথে তিনি দেখা করিতেন না।
এক ভক্তমহিলা মেয়ে সাথে লইয়া।
বসে সেথা স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া ॥
যখন উভয়ে আলোচনা হতেছিল।
স্বামীজী বালিকা-হাতে এক আম দিল।
বালিকা সেথা বসে আম খাইতেছিল।
মা দেখে তখন তারে রাক্ষসী বলিল ॥
স্বামীজী বলিল রাক্ষসী বলিছ কারে।
ওযে মহাপুরুষের কৃপা পাবে পরে ॥
খালি কৃপা পাবে না সেবা তার করিবে।

ওর চেয়ে ভাগ্যবতী কে আছেরে ভবে।
উহাকে সাক্ষাৎ মাতা অন্নপূর্ণা জানিবে॥
পরে তার নাম অন্নপূর্ণা রেখেছিল।
হরিহর বাবা তার সেবা নিয়েছিল॥

স্বামী শিবরাম কিঙ্কর যোগত্রয়া নন্দ ও প্রভুজী

হেথা পরিচয় দিব এক মহাত্মার।
প্রথমে যে করেছিলো প্রভুকে প্রচার॥
প্রভুজীকে খালি কেন আরো বলি শোন।
নরেনের প্রথম জ্ঞান দাতা গো জেনো॥
তাহার নাম শুনে সকলে পাবে আনন্দ।
স্বামী শিবরাম কিঙ্কর যোগত্রা' নন্দ॥
প্রভুজীর প্রথম আলাপ তার সাথে।
হইয়াছিল তেরো'শ ছাব্বিশ সনেতে॥
এক শিষ্যের কুঠি ছিল ঐ নাগোয়াতে।
স্বামীজী বাস করিতেন উক্ত কুঠিতে॥
একদিন প্রভুজী কুঠির কাছ হতে।
যাইতেছিলেন একা হাটিতে হাটিতে॥
বিদ্যার্থিরা তাঁহাকে ইট ছুড়িতেছিল।
সবে মিলে গালিগালাজ করিতেছিল॥
সেথা এক শিষ্যসহ স্বামীজী ছিলেন।
দুইজনেতে সৎসঙ্গ করিতেছিলেন।
স্বামীজী সেথা তাঁর শিষ্যরে বলিলেন॥
বিদ্যার্থিদের কাছে গিয়া মানা করিবে।

মহাপুরুষের সাথে নাহি লাগে সবে।
তৎপরে মহাপুরুষেরে হেথা ডাকিবে ॥
যদিও কাহারো ডাকে যান না কোথায়।
তুমি ডাকিলে কিন্তু আসিবেন হেথায় ॥
শিষ্যটি ডাকিবামাত্র তিনি আসিলেন।
স্বামীর অনুরোধে আসনে বসিল্লেন ॥
দুই মহাত্মার সঙ্গ হইল তথায়।
শিষ্যটীর সেথা হয় ভাবের উদয়।
রামশরণ ব্রহ্মচারী নাম তাহার।
প্রভুজীর নামে চোখে জল আসে যার ॥
যথাস্থানে শিষ্যটির পরিচয় দিব।
হেথা স্বামীজীর সম্বন্ধে কিছু বলিব ॥
নাগোয়াতে যে কুঠিতে ছিল গো আসন।
তাহার এক শিষ্যের সেই ভদ্রাসন ॥
স্বামীজীর শিষ্যটি সাব্‌জজ্‌ ছিলেন।
কালীপদ মুখার্জী তাহার নাম ছিল।
কুঠিটী গুরুদেবকে দান করেছিল ॥
গুরুদেব আশ্রম করিবেন ভাবিয়া।
গুরু না লইয়া তারে দিল ফিরাইয়া ॥
শিষ্যকে বলিলেন তার হাতটী ধরি।
দেহ থাকা অবধি বাস করিতে পারি।
প্রতিজ্ঞা কর যদি মোর চরণ ধরি।
এ দেহ গেলে পরে প্রচার করিবে না।
অপর জনে প্রচার করিতে দিবে না ॥

গুরুর চরণ ধরি শিষ্য সেথা কয়।
তব আদেশ শিরোধার্য্য ও দয়াময়॥
গুরুদেব দেহরক্ষা করিবার পরে।
কুঠিয়াটী ভেঙে দিল রাখিল না তারে॥
গুরুদেব বাস করিয়াছে যে কুঠিতে।
মলমূত্র ত্যাজিবে কেমনে সেখানেতে॥
গুরু-ভক্তি নিদর্শন দেখ নাগোয়াতে।
ফাঁকা জমি পড়ে আছে গঙ্গার তীরেতে॥
কেহ যদি কিনিতে চায় সেই জমিটি।
বলে এর চেয়ে মোর কাছে নাহি খাঁটি।
কেমনে বিকাই গুরুর শেষ স্মৃতিটী॥
এরকম শিষ্য যার তিনি কত মহৎ।
ধন্য তুমি জন্মভূমি হে মাতঃ ভারত॥
যুগে যুগে যোগী যত আসে তব কোলে।
সদা তব জয় গায় সারা বিশ্ব মিলে॥
প্রভুজীকে প্রথমে প্রচার করিলেন।
মহাপুরুষ, মহাত্মা—স'বে জানালেন॥
ধরাতে এর সমান নাহি গো এখন।
হরি হর এক দেহে বিরাজিছে জেন॥
নিত্যই প্রভুজীর সংবাদ লইতেন।
প্রায় ফল, মিষ্টি তাহাকে পাঠাইতেন॥
স্বামী' দেহরক্ষার কিছুদিন পূর্ব্বেতে।
প্রিয় শিষ্যটীকে বলিলেন সেখানেতে॥
রামশরণ অনুরোধ করি তোমাকে।

এ দেহ গেলে পরে স্মরণ যেন থাকে ॥
মাঝে মাঝে প্রভুজীর খোজ তুমি নিবে।
তার সঙ্গতে তোমার উপকার হবে।

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ (সন্ন্যাস নাম স্বামী অচ্যুতানন্দ সরস্বতী ও প্রভুজী

সর্ব্ব সম্প্রদায় প্রিয় গোঁসাইজী যিনি।
বহুবার আসিয়াছেন কাশীতে তিনি ॥
প্রভু সাথে তাঁর দেখা হয় নাগোয়াতে।
বহুবার, দেহে অথবা সূক্ষ্ম দেহেতে ॥
প্রভুজীও সূক্ষ্মদেহে তাঁর কাছে গেছে।
যখনই প্রয়োজন বোধ করিয়াছে ॥
কাশী এসে দেহে প্রভু যান নাই কোথা ॥
সূক্ষ্ম দেহেতে তিনি গেছেন যেথা সেথা ॥
যে কোন যোগে স্নান যেখানে প্রয়োজন।
সূক্ষ্ম দেহে সে সময় সেথা তিনি যান ॥
একদিন গোঁসাইকে বলে একজন।
কেন হরিহর বাবা দীক্ষা নাহি দেন ॥
জেনো সবে জন্ম হতে বাক্‌সিদ্ধ যারা।
বিশ্ব-মাঝে দীক্ষা দিতে আসেন না তারা ॥
বীজমন্ত্র দেন না নাম জপিতে বলে।
বীজ সম ফল হবে সে নাম জপিলে ॥
বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড চোখের সামনে গো যার।
যার দিকে চাইবে মঙ্গল হবে তার ॥

খিচুড়ী বাবা ও প্রভুজী।

খিচুড়ীবাবার নাম শুনিয়াছে সবে।
তাহার জোড়া সাধু খুব বিরল জানিবে।

কেন তারে খিচুড়ীবাবা বলিত সবে।
সত্য ঘটনা সকলে হেথা শুন তবে॥
নিত্য কিছু কাঙ্গালী খেত তার কাছেতে।
কভু সমষ্টি ভাণ্ডারা দিত সেখানেতে॥
খিচুড়ী থাকিবেই সকল ভাণ্ডারাতে।
খিচুড়ীর কড়া নামাইবার কালেতে।
তিনি যদি একবার হাত দেন তাতে।
যত লোক খাক না কেন ফুরাইবে না।
রোগী খেলে পরে তার ব্যাধি থাকিবে না॥
পরস্পর পরস্পরে খোঁজ তারা নিত।
উভয়ে উভয়ের কাছে তারা যাইত॥
প্রভুজী খাইতেন না বাহিরে কোথায়।
যাইতেন খিচুড়ী বাবার ভাণ্ডারায়॥
ভোজনের কালে দাঁড়াইয়া দেখিতেন।
কাঙ্গাল খাওয়া হলে ফিরে আসিতেন।
দুই মহাত্মার মূর্ত্তি পাইবে দেখিতে।
বিশ্বনাথের গলির অপর দিকেতে॥
বাজারের নিকট এক গাছতলাতে।
বিরাজিছে দুই মহাত্মা সেইখানেতে॥

স্বামী বীত-রাগানন্দ সরস্বতী (কুত্তা বাবা) ও প্রভুজী।

স্বামীজী থাকিতেন নাগোয়ার কাছেতে।
পরে আশ্রম করেছিল বোনপুরেতে॥
প্রভুজীর সাথে তার প্রথম মিলন।
নাগোয়াতে হয়েছিল শুন সর্ব্বজন॥
মনে হত দুইজন একাত্মা তাঁহারা।

^ ১৩২৭
^ ১৩২৭ সাল। সাধু মাঝে এমনটী পাবে না তোমরা॥
সন্ন্যাস হন। উভয়ে উভয়কে গুরু বলে ডাকিত।
কেহ কারো গুরু নয় সকলে জানিত॥
আসলে গুরু ভাই ছিল দুইজনেতে।
উভয়ের বেশী সময় কাটে ধ্যানেতে॥
তেরোশো সাতাশ সালেতে সন্ন্যাস লন।
বীতরাগনন্দজী সন্ন্যাসাচার্য্য হন॥
মানস সরোবরে তাঁদের গুরু ছিল।
উভয়ে তাঁহার কাছে কৃপা পেয়েছিল॥
তাঁর নাম বলিতে প্রভুর মানা আছে।
সরযূ বাবা তাঁর নাম নাহি বলেছে॥
তখন প্রভুজী নাগোয়াতে থাকিতেন।
উভয়ে উভয়ের কাছেতে যাইতেন।
প্রভুজী গিয়া কয়েকদিন থাকিতেন।
স্বামীজীও আসিয়া নৌকাতে থাকিতেন॥
একদিন কি ঘটনা ঘটিল গো জান?
সেথা কিবা হয়েছিল বলি সবে শোন॥
প্রভুজী স্বামীজীর আশ্রমেতে আছেন।
একা তিনি গঙ্গা তীরে বেড়াইতেছেন।
শিয়াল-কাঁটা গাছ ছিল গো সেখানেতে।
প্রভুজী পড়িয়া যান সে-কাঁটা গাছেতে॥
সকলে ছুটিয়া তথা আসেন তখন।
তার মাঝে বলিলেন সেথা একজন।
স্বামীজীও সেইদিন পড়িয়া গেছেন।

তাই নাকি প্রভুজী তাদের বলিলেন।
স্বামীজীকে ব্যথা এরা দিয়েছে যখন।
কাল হতে হেথা এরা রবে নাকো যেন॥
তথায় সকলে আসি পরদিন প্রাতে।
সব গাছ শুয়ে আছে দেখে সেখানেতে॥
দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া যায়।
সব কাঁটা গাছ শুকায়ে গেছে সেথায়॥
মহাত্মা দ্বয়ে একসাথে যারা দেখেছে।
তার চেয়ে ভাগ্যবান আর কেবা আছে ?
বীতরাগ নন্দজীকে বহু নামে ডাকে।
কুত্তা বাবা কেহ বা গো বাবা বলে তাঁকে,
বহু কুকুর ও গরু তার কাছে থাকে।
বোন পুরিয়া বাবা বলে অনেকে ডাকে।
হর হর বোম্ মহাদেব বলে তাঁকে॥
তের'শ সাতষট্টি সনে তাঁর দর্শনে॥
একদিন বৈকালে যাইয়া সেই স্থানে॥
তাঁর ভিটাতে যাবার আগে রাস্তা হতে।
বহু কুকুর চলিল মোর সাথে সাথে॥
কয়েকটি কুকুর দৌড়ে ঘরে ঢুকিল।
স্বামীজীর সাথে তারা পুনঃ ফিরি এল॥
স্বামীজী ঘর হতে যখন আসিলেন।
হর হর মহাদেব তিনি বলিলেন॥
তাঁহাকে প্রণাম আমি করিলে সেথায়।
বসিতে বলেন তিনি আমারে তথায়॥

২

তাঁরে আমি বল্লিলাম বসিয়া সেথায়।
আশিস্ করুন যেন গুরু কৃপা পাই।
এ দেহেতে আর কিছু নাহি আমি চাই॥
পেয়েছিস্ সদ্‌গুরু আর কিবা চাস্?
গুরু তোর হৃদি মাঝে সদা করে বাস॥
বিশ্বনাথের কৃপা পেয়েছিস্ যখন।
ঐ দেহেতে সব কিছু পাবি রে এখন॥
এক শিষ্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসিল তখন।
বাবা! কার কৃপা পেয়েছে ঐ মহাত্মন্?
স্বামীজী বলিলেন তাকে কৃপা পেয়েছে।
হরিহরের শিষ্য বিশ্বনাথের কাছে॥
সেথা আমি ভাবি কেমনে বলেন তিনি।
অন্তর মাঝে কে যেন বলিল তখনি॥
উনি প্রভুজীর সন্ন্যাস গুরু জান না?
ও যদি না বলিবে কে বলিবে বল না?
পুনঃ তাঁকে প্রণাম করে ফিরি যখন।
কুকুরগুলি পুনঃ পিছু নিল তখন॥
কিছু পথ মোর সাথে আসিবার পরে।
বলিনু তাদের সেথায় যা তোরা ফিরে॥
ফিরিল তখন তারা সেখান হইতে।
তার পরে ফিরে আসি আমি আশ্রমেতে॥
স্বামীজী দেহরক্ষা করিবার পরেতে।
পুনরায় গিয়াছিলাম বোন পুরেতে।
তের'শ সন্তর সনে ভাণ্ডারা খাইতে॥

দেখি কুকুর ও গরু সব সেথা আছে ॥
কিন্তু তাদের মন, স্বামীর সাথে গেছে।
তাই তারা চুপ করে সেথা শুয়ে আছে।
প্রাণহীন দেহগুলি যেন পড়ে আছে।

যোগীরাজ শ্রীশ্রীগম্ভীর-নাথ জীউ ও প্রভুজী।

শ্রীগম্ভীর নাথ জীউ যোগিরাজ যিনি।
প্রভুকে কাশীর শিব বলিতেন তিনি ॥
বহুবার উভয়েতে সৎসঙ্গ করেন।
এ ব্রহ্মাণ্ড রামময় উভয়ে কহেন ॥
দুই জনের মিলনে মনে হত যেন।
উভয়ে বিরাট তাঁরা সর্ব্বজনে শুন ॥

স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী ও প্রভুজী। ভক্ত

নিগমানন্দ উচ্চাঙ্গের সাধু ছিলেন।
বড় গম্ভীরা পিলখানায় থাকিতেন।
মাঝে মাঝে প্রভুজীর কাছে যাইতেন।
তাঁর কাছে কোন ভক্ত আসিত যখন।
প্রভুর কাছে তাঁরে পাঠাতেন তখন ॥
বাহিরের কেহ আসিলে তাঁর কাছেতে।
তখন তিনি তারে বলেন সেখানেতে।
কাশীতে আসিলে পরে যাবি নাগোয়াতে।
না গেলে ফল পাবি না এসেও কাশীতে।
জ্যান্ত শিব বসে আসে তারে নাহি পূজে।
যাকেই পূজ না কেন সব হবে বাজে ॥

গৃহীযোগী শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় ও প্রভুজী।

শ্যামাচরণ লাহিড়ীকে সকলে জানে।
গৃহীযোগী ছিলেন তখনকার দিনে॥
প্রভুজী শ্রীমুখেতে বলিতেন সবারে।
কলির রাজা জনক জানিবে তাঁহারে॥
সত্য কথা বলি সবে শুন এখানেতে।
ওঁর জোড়া গৃহীযোগী পাবে না ধরাতে॥
প্রভুজী মহাপুরুষ লাহিড়ীর মতে।
এসেছেন ধরাতে দীনজন তরাতে॥
যে যাইত তাঁর কাছে বলিতেন তাঁরে।
কাশীতে আসার ফল যে পেতে চাবে রে॥
প্রভু'কে পূজিতে আগে যাবে নাগোয়াতে॥
জেনো সর্ব্বসিদ্ধ হবে গো তাঁর কৃপাতে॥

স্বামী ভোলাগিরি মহারাজ ও প্রভুজী

রাজযোগী ভোলাগিরি মহারাজ যিনি।
বহুবার আসিয়াছেন কাশীতে তিনি॥
যতবার আসিয়াছেন তিনি হেথায়।
প্রতিবারে গিয়াছেন প্রভুর নৌকায়॥
শেষবারে যখন গো আসেন হেথায়।
সেবারের কথাগুলি শুনাবো সবায়॥
উনিশ'শ সাতাশ সালে আসেন কাশীতে,
অথবা উনিশ'শ আটাশের গোড়াতে॥
কয়েক জন শিষ্য তাঁহার সাথে ছিল।
যতীন্দ্র সান্যাল সেইবারে এসেছিল॥

সন্ন্যাস লইয়া সান্যাল আছে কাশীতে।
ভোলাগিরি মহারাজ বিদ্যাভবনেতে॥
খুঁজিলে পাবে না তাঁরে আগের নামেতে।
মহেশ্বরানন্দ নামে আছে সেখানেতে॥
গিরিরাজ প্রভু সাথে আলাপের পরে।
নৌকা হইতে নামিলে গঙ্গার কিনারে।
একজন বৃদ্ধ শিষ্য বলিল তথায়।
মহাপুরুষকে কোন স্তরে বলা যায়।
নিশ্চয়পূর্ণ গিরিরাজ বলে সেথায়।
ঠিক জোড়াটি এখন পাবে না কোথায়॥
দেহ আছে ধরাতে দীনজন তরাতে।
প্রাণ ওঁর মিশে আছে পরম ব্রহ্মেতে॥
উনিশ'শ উনত্রিশ সালে হরিদ্বারে।
দেহ রাখিলেন ভোলাগিরি গঙ্গাতীরে॥
সেই সময় নৌকায় প্রভু বলিলেন।
গিরি মহারাজ আজ দেহ ছাড়িলেন॥

আনন্দ ঋষি খালিশপুরা

আনন্দ ঋষি থাকিতেন খালিশপুরে।
মহাপুরুষ বলে সবে জানিত তারে॥
তাঁহার মতে প্রভুজীকে পূর্ণ জানিবে।
প্রভুজীর জোড়া ভবে ছুটি নাহি পাবে॥
আশ্রমে সদা তিনি ধ্যানেতে থাকিতেন।
মাঝে মাঝে প্রভুজীর কাছে আসিতেন।
এ ছাড়া আর কোথায় নাহি যাইতেন॥

স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী

সচ্চিদানন্দ বড়-গণেশে থাকিতেন।
প্রভুজীর কাছে মাঝে মাঝে আসিতেন॥
বহু সন্ন্যাসী ও গৃহশিষ্য ছিল তাঁর।
যে কোন ভক্ত তাঁর কাছে আসিলে পর।
পাঠাতেন প্রভুজীর নৌকার উপর॥
খালি হর দেখে ফল হবে না কাশীতে।
হরিহর এক দেহে বিরাজে অসিতে॥
ফল যদি পেতে চাস্ যাবি অসিতে রে।
সব দেখার ফল হবে দেখিলে তাঁরে॥

স্বামী রামেশ্বরানন্দ সরস্বতী ত্রিবেদী পরে তান্ত্রিক

রামেশ্বরানন্দ সেথা প্রায় আসিতেন।
প্রভুজীকে প্রণমিয়া তথা বসিতেন॥
কিছুক্ষণ বসিয়া তৎপরে যাইতেন।
কোনদিন কোন কথা নাহি বলিতেন।
একদিন তারে জিজ্ঞাসিল একজন।
নিত্য হেথা দেখি কোন কথা নাহি কন।
হাসিতে হাসিতে স্বামীজী উত্তর দেন।
পূর্ণের কাছে শূন্য কি কহিবে বল না।
এখানে আসিলে জীব নড়িতে চাহে না॥

রাজর্ষি শশী-শেখর রায়

এক জ্ঞানীর কথা শুন সবে হেথায়।
নাম তার রাজর্ষি শশীশেখর রায়॥
তীর্থ তীর্থ করি আমি বহু ঘুরিয়াছি।
এবং বহু মহাত্মার সঙ্গ করিয়াছি॥

যা কিছু দেখেছি যেন সব সরে যায়।
এলে পরে প্রভুজীর চরণ-তলায়॥
ত্রিশ বৎসর ধরিয়া দেখি একভাবে।
এলো কবে কেহ বলিতে পারে না ভবে।
শোক তাপ যত থাক তব মন ভরে।
সব চলে যাবে তার কাছে গেলে পরে॥
ঠিক এমন্‌টি কেহ দেখেছ কি ভবে?
যারা তাঁরে দেখ নাই স্বপ্ন মনে হবে॥

লাল বাবার মুখের কথা।

মহাত্মা লালবাবা বেলুড়ে থাকিতেন।
আমি তাঁর কাছে গেলে খুশী হইতেন॥
একদিন গুরুকথা জিজ্ঞাসিলে তথা।
বিশ্বনাথ বাবার নাম কহিনু সেথা॥
কহে লালবাবা সেথা হাসিতে হাসিতে।
হরিহর বাবার শিষ্য ছিল কাশীতে॥
ধন্য বেটা ধন্য তোরে আর কিবা বলি।
কলিতে বিরল যেটা তুই পেয়ে গেলি॥
তোর গুরু ছিল যে রে মাটি লাগি খাটি।
হরিহর বাবা ছিল পূর্ণ গঙ্গা মাটি॥

মা যশোদাময়ী।

মীরতলা আলমোরা হতে কিছু দূরে।
হাঁটা পথে পনের মাইল গেলে পরে॥

মা যশোদাময়ী উচ্চাঙ্গের তপস্বিনী।
নির্জ্জন অরণ্য মাঝে থাকিতেন তিনি॥
পরিচিত সাধক গো সেথা গেলে পরে।
সৎসঙ্গ হতেছিল মা বলিলেন তারে॥
আমি নিজ চোখে দেখেছি এক সাধুরে।
থাকিতেন তিনি নাগোয়াতে গঙ্গাতীরে॥
গ্রীষ্মের প্রখর তাপ বর্ষার প্লাবন।
শীতকালে নাহি তাঁর গায়েতে বসন॥
গঙ্গা-কিনারে মুক্ত স্থানে এক পাথরে।
দিনের পর দিন সেথা তপস্যা করে॥
বিরক্তি করে বলে নিজ সুবিধা তরে।
কখন এপারেতে কভু বা পূর্ব্বপারে॥
গঙ্গামাটি জল মূল খাদ্য ছিল তাঁর।
কেহ কিছু মুখে দিলে করিত আহার॥

স্বামী জ্ঞানানন্দ ভারত মহামণ্ডল।

হাসিতে হাসিতে স্বামী কথা বলিতেন।
বিরক্ত কারু কথায় নাহি হইতেন॥
যে যেত তাঁর কাছে জ্ঞান পাবার তরে।
হাসিতে হাসিতে বলে সত্য বলি তোরে॥
মোর নাম জ্ঞানানন্দ স্বামী হতে পারে।
জ্ঞান যে পেতে চাবে যাবে অসি ঘাটেরে॥
জ্ঞানভাণ্ড বসে আছে জ্ঞান দিবা-তরে॥
তার কাছে মোরা শিশু জানিবি সকলে।
প্রতিরোমকূপ তাঁর রাম রাম বলে॥

স্বামী কালিকানন্দ, তিল ভাণ্ডেশ্বর

কালিকানন্দ থাকেন তিলভাণ্ডেশ্বর।
বয়স তার শত' বৎসরের উপর॥
একদিন আমি তাঁহার আশ্রমে গিয়া।
কহিলাম প্রবীণে প্রণাম জানাইয়া॥
প্রভুজীর সম্বন্ধে যা জানেন আপনি।
দয়া করে হেথা মোরে শোনান এখনি॥
কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন তথায়।
আমি তাঁর সম্বন্ধে কি শোনাব তোমায়?
তাঁর সম্বন্ধে বলে শেষ করা যায় না।
জোড়া তাঁর ছিল কিনা বলিতে পারি না॥
তাঁর সম আমি আর কোথা দেখি নাই।
ঠিক তাঁর মত পুস্তকেতে পড়ি নাই॥
যার যে কোন অভাব জানাইলে তাঁরে।
মিটিতো সর্ব্ব অভাব তাঁর কৃপাতে রে॥
তাঁর মতে সকল রোগের ধন্বন্তরি।
মনে প্রাণে রামনাম ভজ দিবাভরি॥
ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে কেহ যদি আসিত।
প্রকৃত তত্ত্ব যখন তাহাকে বলিত॥
শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ে সে ধন্য মনে করিয়া।
প্রভুজীর চরণে পড়িত লুটাইয়া॥
যত বড় পণ্ডিত হোক আসি সেথায়।
কথাটি কহে না মুখ তার বুজে যায়॥
ভাস্করানন্দ যেথায় কথা নাহি কন।
দণ্ডীদের শিরোমণি ও জ্ঞানী তখন॥

অপরের কথা আর কি বলিব হেথা।
এমনটি বিশ্বমাঝে নাহি পাবে কোথা॥

শ্রীকিরণচাঁদ দরবেশজীউ সরস্বতী।

দরবেশজী ছিলেন প্রেমিক সন্ন্যাসী।
বাঙ্গালী বাংলা হতে উঠে কাশীতে আসি॥
করেছিল এক মঠ প্রতিষ্ঠা সেথায়।
গুরু ও গুরুমার মূর্ত্তি রাখি তথায়॥
অমূল্য মন্দির কাব্যটি লিখিলে তিনি।
ভারত মানিল তারে সনাতন জ্ঞানী॥
তাঁর মতে প্রভুজী গো বিরাট পাহাড়।
কৃপা তাঁর পাবে যে নিশ্চয় হবে পার॥
কত বলি তাঁর কথা শোন তবে সবে।
তাঁহার জোড়াটি তুমি খুজে নাহি পাবে॥
প্রভুজীর কাছে তিনি প্রায় যাইতেন।
যে কোন ভক্ত আসিলে তারে পাঠাতেন॥

হরেরাম ব্রহ্মচারী

ছোটনাগপুরের রাজার বাগিচাতে।
ব্রহ্মচারী হরেরাম ছিল সেখানেতে॥
চন্দন শোভিত ভালে মুড়াইতে শির।
প্রভু বলিতেন তারে ভক্ত মহাবীর॥
থাকিতেন তিনি সদা নামে মাতোয়ারা।
কাছেতে আসিত যারা রাম ভজে তারা॥
মাঝে মাঝে যাইত প্রভুজীর কাছেতে।
রাম নাম শুনাইয়া ফিরিত কুঠিতে॥

রাম কথা বিনে অন্য কথা না বলিত।
রাম গান ছাড়া আর কিছু না শুনিত॥

মুঙ্গীরাম ব্রহ্মচারী

এক সাধুর কথা শুন সবে হেথায়।
থাকিতেন তিনি মোতিরাম বাগিচায়॥
মুঙ্গীরাম ব্রহ্মচারী নাম ছিল তাঁর।
অটল ভক্তি ছিল প্রভুজীর উপর॥
প্রভুজীর গুণগানে সদা ছিল রত।
সময় পাইলে প্রভুর কাছে ছুটিত॥
কখন বা প্রভুজীকে নাম শুনাইত।
মুঙ্গীরাম এলে প্রভুজী খুশী থাকিত॥
তাঁহার কাছে কোন ভক্ত আসিলে পরে।
প্রভুজীর চরণতলে পাঠাত তারে॥
দেখ গিয়া ভগবান বিরাজিছে তথা।
তাঁহার দরশনে ঘুচিবে সর্ব্বব্যথা॥

দণ্ডি স্বামী নারায়ণানন্দ। এখন তিনি মা আনন্দময়ীর সাথে সাথে থাকেন।

স্বামী নারায়ণানন্দ নিজে বলিয়াছে।
উনিশ-ষোল সাল থেকে কাশীতে আছে॥
অনেক মহাত্মার সঙ্গত করিয়াছে।
প্রভুজীর জোড়া কোথা নাহি দেখিয়াছে॥
ঘোর কলি ষোল আনা খাঁটি নাহি পাবে।
ব্যাসদেব আদি মহাত্মা বলেছে সবে॥
প্রভুর বেলা সে দৃষ্টান্ত নাহি চলিবে।
বিশ্বমাঝে এমনটি কোথা নাহি পাবে॥

গঙ্গার পাড় ধরে পৌষমাস সকালে।
পায়চারী করিতেছি দুইজন মিলে।
দেখি প্রভু বসে আছে ধ্যানেতে সেথায়।
এক মারোয়াড়ী আসি দাঁড়ায় তথায়।
এক কম্বল দিল তাঁর গায়ে জড়ায়ে।
সেথা হতে গেল সে প্রভুকে প্রণমিয়ে।
কিছু দূরে দাঁড়াইয়া দেখি মোরা সেথা।
কম্বলের একধার ঝুলে পড়ে তথা॥
সেদিন প্রবল বায়ু বহে সেখানেতে।
কম্বলের এককোণ পড়িল জলেতে॥
তৎপরে কম্বল গাত্র হতে পড়ি যায়।
আমরা দাঁড়ায়ে আছি তখন সেথায়॥
কিছু বাদে সেথা প্রভুর ধ্যান ভাঙ্গিলে।
কম্বল ফেলে সেথা তিনি গেলেন চলে॥
বিশ্বের কিছুতে আকর্ষণ নাহি তাঁর।
সদা সমাধিতে রয় বিরাট পাহাড়।
দুনিয়াতে কিছু যার নাহি প্রয়োজন।
শীতকালে জলে ভাসি রহে সর্ব্বক্ষণ॥
দারুণ গ্রীষ্মের দিনে পাথর উপরে।
বর্ষার প্লাবনে কিছু না করিতে পারে॥
মুক্ত স্থানেতে ধ্যানে রয় গঙ্গা-কিনারে॥
একদিন দূর হতে দেখি নাগোয়াতে।
দুজন মহিলারে তাঁর দাড়ি টানিতে॥
ঘটনা জানিতে মোরা কাছেতে গেলাম।

সেখানে গিয়া সব বুঝতে পারিলাম ॥
মহিলারা প্রভুজীকে খাওয়াতে চায়।
প্রভু নাহি খাবে মুখ বুজে বসে রয় ॥
তাই তারা দাড়ি ধরে টানে গো সেথায়।
প্রভুর মুখে খাবার দিতে তারা চায় ॥
প্রভুজী চুপ করে বসে আছে সেথায়।
মৃদু মৃদু হাসে কোন কথা নাহি কয় ॥
একদিন প্রভুজী গঙ্গানদীর তীরে।
চলিছেন একা তিনি অতি ধীরে ধীরে ॥
চলিতে চলিতে পাথরে পড়িয়া তাঁর।
দেখা গেল ভেঙ্গে গিয়াছে পায়ের হাড় ॥
সকলে ছুটে এসে সেথা তারে তুলিয়া
বসাইল সযতনে সকলে মিলিয়া ॥
দেখে সবে পায়ের হাড় ভেঙ্গে গিয়াছে
মাংস ভেদ করি হাড় বাহির হৈয়াছে ॥
প্রভুজীকে লইয়া গেল ভেলুপুরেতে
ডাক্তারকে দেখাইলেন সেই খানেতে ॥
ডাক্তার বলেন অজ্ঞান করিতে হবে।
বিনা অজ্ঞানেতে হাড় জোড়া না যাইবে ॥
প্রভুজী তখন ডাক্তারকে বলিলেন।
ঔষধ দিয়া কেন অজ্ঞান করিবেন ॥
অজ্ঞান হৈলে রবে নাকো স্মরণ তাঁরে
দশ মিনিট সময় দাওগো আমারে ॥
তোমরা অপারেশন করিতে পারিবে।

কোন অসুবিধা তাতে হৈবে না জানিবে ॥
প্রভুজীর আদেশে তাই করা হইল।
সে পায়েতে সাড় নাহি সকলে দেখিল ॥
ডাক্তারের সর্ব্ব কার্য্য সমাধান হতে।
পঞ্চাশ মিনিট কেটে গেল সেখানেতে ॥
মহাত্মাদের লীলা কে বুঝিতে পারিবে।
কৃপা করে যারে বোঝান সেই বুঝিবে ॥

শ্রীমা আনন্দময়ী মায়ের মুখের কথা।

সাতই এপ্রেল মধ্যাহ্নে যাত্রা করিয়া।
আনন্দময়ীর আশ্রমে যাই হাটিয়া ॥
মাকে প্রণাম করিয়া বসি সেখানেতে।
মা একটি সন্দেশ দিল আমার হাতে ॥
বলিলাম কথা আছে আপনার সাথে।
মা বলিলেন বলিতে পার এখানেতে ॥
তখন বলিলাম মাকে সেই স্থানেতে ॥
প্রভু সম্বন্ধে যা জানেন বলুন হেথা।
পুস্তকে লিখি আপনার মুখের কথা ॥
মা বলে কিবা বলি তাঁর সম্বন্ধে কথা।
কে যেন নিয়ে গিয়েছিল আমাকে সেথা ॥
তার নাম হবে নির্ম্মল চট্টোপাধ্যয়।
আর একবার গিয়াছিলাম সেথায়।
একবার বা বলিব কেন বোধহয়।
আরো কয়েকবার গো গিয়াছি সেথায় ॥

হেথায় গো আর কিছু বলিবার নাই।
যা বলিলাম তাতে তুমি যা বোঝ তাই॥
মার মুখের কথাগুলি পড়িলে সবে।
আশা করি পাঠকেরা অন্তরে বুঝিবে॥
মা আনন্দময়ী যেথা যায় বারে বারে।
লেখক তার সম্বন্ধে কি লিখিতে পারে॥

অভয়জী (অভয় ঠাকুর) নিজে লিখেছেন।

অদ্ভুত পুরুষ এক বাবা হরিহর।
দিবানিশি রন তিনি গঙ্গার উপর॥
অপরূপ ভাবে মগ্ন সেই মহাপ্রাণ।
নৌকার উপরে তাঁর সদা অবস্থান॥
ঘুচে গেছে বাহিরের সর্ব্ব ব্যবহার।
জগতের কিছু-পরে দৃষ্টি নাহি তাঁর॥
সুকঠোর তপস্যার মূর্ত্তি মহাজন।
গঙ্গায় নৌকায় মোরা পেলাম দর্শন॥

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর ডাক্তার প্রমথনাথ তর্কভূষণ

পণ্ডিত প্রবর প্রমথনাথ মহান।
ছিলেন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ভারতে তখন॥
নিত্য তিনি প্রভুজীর কাছে আসিতেন।
তাঁরে দেখে প্রভুজী আনন্দ পাইতেন॥
পণ্ডিত যদি একদিন নাহি আসিত।
প্রভুজী তাঁর কাছে কাহারে পাঠাইত॥
পণ্ডিতের সংবাদ পাইবে আশা করে,
দেখা গেছে এমন কিগো রাত দুপুরে॥

পণ্ডিতের খোঁজ লইতেছে সেখানেতে।
সে কেন এলো না বল আজ এখানেতে ॥
যে কেহ যারে তোরা পণ্ডিতের বাড়ীতে।
একবার খোঁজ নিয়ে আয় আজ রাতে ”
কাছে যে থাকে তখন বলে সেখানেতে।
তাঁকে কিবা প্রয়োজন রাত দুপুরেতে।
বহু দিন দেখা গেছে রাত দুপুরেতে।
পণ্ডিত এসে দাঁড়ায় বলে সেখানেতে।
প্রভুজী চিন্তিত যখন তার খোঁজেতে ॥
আপনার দরশন মন যে চাহিল।
তাই তব প্রিয়জন ছুটে হেথা এল ॥
তব শ্রীচরণ-ধূলি লইবার তরে।
আগে ধূলি দাও কথা বলিব গো পরে ॥
তাঁহার মুখের কথা শুনগো সবাই।
ভারতের বহু স্থানে ঘুরিয়াছি ভাই ॥
বহু জীবনী পড়িবার সৌভাগ্য পাই।
ঠিক এমনটী আমি কোথা দেখি নাই ॥
এমন কি কোন জীবনীতে পাই নাই ॥
হরিহর হরিহর ওর তুল্য নাই।
হরি ও হর একদেহে বিরাজে ভাই ॥

ব্রহ্মচারী রামশরণ।

ব্রহ্মচারী রামশরণ সদ্ ব্রাহ্মণ।
প্রভুজীর গুণগানে সদা রত রন ॥

প্রভুজীর নামগান সে শুনিলে পরে।
বদনেতে হাসি তার চোখে জল ঝরে॥
তারে বলিলাম ব্রহ্মচারি মহাশয়।
মিনতি করিতেছি আপনাকে হেথায়॥
প্রভুজীর সম্বন্ধে যা জানেন আপনি।
কৃপা করে এদীনেরে শোনান এখুনি॥
হাসিতে হাসিতে তিনি বলেন সেথায়।
মা অন্নপূর্ণা যাঁরে নিজে খাইয়ে যায়।
দীন তাঁর সম্বন্ধে কি কহিবে হেথায়॥
মানা আছে বলিতে অলৌকিক ঘটনা।
কেমনে শুনাইব আমি হেথা বলনা॥
আপনার শুনিবার বাসনা যখন।
একটি ঘটনা বলিতে পারি এখন॥
সে ঘটনা শুনাইতে নাহি মানা আছে।
অসিঘাটে মৃত্যুঞ্জয় হোম হইতেছে॥
আমি ও অনেকে কুণ্ডে আহুতি দিতেছে।
কেহ বসি কেহ বা দাঁড়াইয়া দেখিছে॥
সেখানে আহুতি দিতে হোতা ছিল যারা।
আমি বাদে সকলে পণ্ডিত ছিল তারা॥
ঘড়িতে বেলা বারোটা বাজিল যখন।
আকাশে ঘন মেঘ দেখা গেল তখন॥
বলিলাম সেথায় সব পণ্ড করিবে।
পাশের ব্রাহ্মণ কহে কিছু নাহি হবে॥
প্রভু হোম কুণ্ডের চারিপাশে ঘুরিয়া।

কি যেন বলেন আকাশ পানে চাহিয়া ॥
ব্রাহ্মণ মনে বল যদি নাহি রাখেন।
আপনি আহুতি দিতে কেন বা আসেন ॥
তখন দেখি চারিদিকে বৃষ্টি হতেছে।
কিন্তু অসি ঘাটেতে বৃষ্টি নাহি পড়িছে ॥
আসন ছাড়িনু সবে কার্য্য শেষ হতে।
উঠিয়া দেখিনু চারটে বাজে ঘড়িতে ॥
আমরা নৌকায় খাইতে বসিলে পরে।
মুষল ধারে বৃষ্টি নামিল তার পরে ॥
চার ঘণ্টা বাদে বৃষ্টির বেগ কমিল।
রাত্রি নটা বাজিলে পর বৃষ্টি থামিল ॥
হরিহর বিদ্যালয় গনেশ পল্লীতে।
এখনও সে বিদ্যালয় পাবে দেখিতে ॥
বালক বালিকা বিদ্যালয়ে বিরাজিছে।
ব্রহ্মচারী মহাশয় প্রতিষ্ঠা করেছে ॥
প্রভুজীর আদেশে ঐ বিদ্যালয় হয়।
বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী এখনো নিজে পড়ায় ॥

সরযুবাবা ও বিশ্বনাথবাবা

সরযূ নিজ কাজে আসিয়া আদালতে।
ফিরিবার পথে যায় প্রভুর নৌকাতে ॥
তারপর আর সে ঘরে নাহি ফিরিল।
আপন জনেরা ফিরাতে নাহি পারিল ॥
তার মত ভক্ত সাধক খুব বিরল।
এক কৌপিন লাঠি কমণ্ডলু সম্বল ॥

পূর্ণ ছিল গুরুভক্তি আর মনোবল।
তার মনে ছিল নাক চাতুরী বা ছল।
নিরালায় থাকে সদা চায় না সে দল॥
যেখানে যাক না কেন পায়ে হাটি যায়।
বদ্রি কেদার হাটে যে যা দেয় তা খায়॥
সরযুবাবার পরে অনেকে গো আসে।
একে একে চলে যায় মন নাহি বসে॥
বিশ্বনাথ বাবা সেথা শেষে এসেছিল।
সে যে আসিবে প্রভুজী আগে বলেছিল॥
আসিবার আগে প্রভু কাছে যারে পায়।
বলে বিশ্বনাথ এলোনা কেন হেথায়॥
তার আসিবার সময় ত হয়ে গেছে।
তবে এখন কেন দেখা নাহি দিতেছে॥
যতদিন যায় প্রভু বিচলিত হয়।
বিশ্বনাথ এবার আসছে বোধ হয়॥
এই ভাবে ছয় মাস কাটিবার পরে।
মাতৃহারা বিশ্বনাথ এলো তারপরে॥
প্রভুজী বসায় কোলে হাত রাখি শিরে।
আনন্দিত হয়ে তারে আশীর্ব্বাদ করে॥
বাহ্য জ্ঞান শূন্য হল বালক তথায়।
তিন ঘণ্টা রয় সমাধিস্থ অবস্থায়॥
তারপরে তার জ্ঞান আসিল যখন।
সকলে জিজ্ঞাসিল প্রভুজীকে তখন॥
এ বালক কে প্রভুজী আপনি বলুন।

কাশীর বিশ্বনাথ প্রভু বলে তখন।
বিশ্বনাথ আসিলে প্রভু সচল হন।
তার আগে অচল পাথর লাগি রন॥
তৎপরে প্রভুজী বিশ্বনাথের ইচ্ছাতে।
কত শত ব্যাধি সারায়েছে সেখানেতে।
সেথা অনেক সন্ন্যাসী শিষ্য হয়েছিল।
একে একে তারা সবে চলে গিয়েছিল॥
শক্তি ও দীক্ষা বিশ্বনাথে দিয়েছিলেন।
বাকি সবে প্রভুজী নাম দিয়েছিলেন॥
বিশ্বনাথ আসিয়া সেইদিন হইতে।
করে মন অর্পণ প্রভুজীর সেবাতে॥
প্রভুজীকে দেখা শোনা বিশ্বনাথ করে।
এলো সে যেদিন হতে নৌকার উপরে॥
কয়দিনের মধ্যে সে পাকা মাঝি হয়।
একা দাঁড় ধরে নৌকা পারে নিয়ে যায়॥
মলমূত্র ত্যজিতে ওপারে যাইতেন।
এপারেতে কভু প্রভু নাহি যাইতেন॥
যেদিন গো বিশ্বনাথ বাবা দাঁড় ধরে।
সেই দিন হতে প্রভুজীকে পার করে॥
প্রভুজীর কাছে কাছে সদা সে গো থাকে।
না হলে প্রভুজী সব অন্ধকার দেখে॥
এইভাবে কিছুদিন কাটিবার পর।
পিতাঠাকুর এলো তার নৌকা উপর॥
সেথা আসি পিতা তার প্রভুজীকে কয়।

বিশ্বনাথ মোর একমাত্র পুত্র হয় ॥
কৃপা করে ছেড়ে দিন ওগো দয়াময় ।
হাসিতে হাসিতে প্রভু বলেন সেথায় ॥
হেথা এলো কেন যদি তোর পুত্র হয় ।
কোথায় যাবে না যদি মোর পুত্র হয় ॥
কিছুদিন থেকে পিতা ঘরে ফিরে গেল ।
পুত্র তার ফিরিবে না যখন বুঝিল ॥
বিশ্বনাথ ডাকে প্রভুকে গোপাল বলি ।
প্রভুজী ডাকে তারে কি বিশ্বনাথ এলি ?
বিশ্বনাথ যা বলে প্রভুজী তাই করে ।
প্রয়োজন হলে পরে ধরে সবে তারে ।
প্রভু সবে ধর্ম্মপুস্তক পড়িতে বলে ।
বিশ্বনাথে কিছুই পড়িতে নাহি বলে ॥
তাই অভিমানে তার চোখে জল ঝরে ।
প্রভুজী জানিয়া সেথা ডাকিল তাহারে ॥
চোখে না দেখিলেও তিনি সব জানেন ।
কেন তুমি কাঁদ প্রভুজী তারে বলেন ॥
সে বলে মোরে বই পড়িতে বলেন না ।
প্রভু বলে পড়া আছে পড়িতে হবে না ॥
পুনরায় একদিন সে কাঁদিতে ছিল ।
প্রভুজী তার হাতে যোগ বাশিষ্ঠ দিল ॥
যোগ বাশিষ্ঠ খানি হিন্দীতে লেখা ছিল ।
হিন্দী কেমনে পড়ে সে ভাবিতে লাগিল ॥
তখন সেথায় আরো কাঁদিতে লাগিল ।

পুনরায় কাঁদ কেন প্রভুজী বলিল ॥
বলিল সেথায় সে আমি হিন্দী জানিনা।
প্রভু বলে পড়িতে অসুবিধা হবে না ॥
সেথায় পড়ে সে অসুবিধা নাহি হয়।
তখন কাঁদিয়া লুটায় প্রভুর পায় ॥
প্রভু তারে বুকে তুলে বলেন সেথায়।
বলিনু সময় পাবি নাহি তোর ভয় ॥

মঝুলীর রাণীমাতা।

মলমূত্র ত্যজি প্রভু একদিন প্রাতে।
গাঙ্গে সাঁতার দিয়া ফেরেন নাগোয়াতে ॥
ভাদ্রমাস গাঙে জল ভরপূর ছিল।
মঝুলীর রাণীর নৌকা যাইতেছিল ॥
রাণীমা নিজে তখন নৌকাতে ছিলেন।
হাসিতে হাসিতে মাঝিদের বলিলেন ॥
লোকটা পাগল নাকি দেখ দেখ সবে।
মাঝিরা বলিল ওর জোড়া নাহি ভবে ॥
মহাপুরুষ বলে সকলে জানে ওকে।
এক পাথরের পর নাগোয়াতে থাকে ॥
নৌকাতে বসিয়া তখন রাণীমা ভাবে।
কেমনে ভরা গাঙে সাঁতরে পার হবে ॥
নিশ্চয় মহাপুরুষ হবে ওই জন।
না হলে ভরা গাঙে সাঁতরায় কখন ?
সেথা হতে রাণী মাতা ফিরিবার কালে।
নাগোয়ার ঘাটেতে নৌকা বাঁধিতে বলে ॥

সেথা নেবে হাঁটিয়া তাঁহার কাছে যায়।
ভক্তিভরে প্রভুজীর পায়েতে লুটায়॥
প্রভুজী বলিলেন রাণীমাকে তথায়।
কি প্রয়োজনে তুই মা আসিলি হেথায়॥
ভরা করুণায় বলে রাণীমা সেথায়।
মোর এক নিবেদন আছে তব পায়॥
মাতৃভাব নিয়ে রাণী বলে গো সেথায়।
তাই ভরা করুণা লিখিলাম হেথায়॥
আদেশ করেন যদি বলিব হেথায়।
প্রভু বলিলেন তারে তখন সেথায়।
আশা তোর পূরিবে বল মাগো হেথায়॥
হাসিতে হাসিতে মাতা কহেন তখনি।
জল ছাড়া থাকিবেন না তা আমি জানি॥
নৌকা করিয়া দিব আপনারি কৃপায়।
তাতে বাস করিবেন আপনি হেথায়॥
ইচ্ছা না থাকিলেও তাতে রাজী হলেন।
তোর ইচ্ছা পূর্ণ হোক সেথা বলিলেন॥
রাণী মা একখানি নৌকা করাইলেন।
পরে নৌকায় প্রভুজীকে বসাইলেন॥
তৎসহ তিনি সেথায় ভাণ্ডারা দিলেন।
নিত্য ভোগ প্রভুজীর রাণী মা পাঠান।
বারোটার পূর্ব্বে প্রভু করেন গ্রহণ॥
তিনি প্রায় প্রভুজীর কাছে আসিতেন।
ভক্তি ভরে প্রভুজীকে প্রণাম করিতেন।

সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার মত লইতেন ॥
তাঁর মত ছাড়া কিছু নাহি করিতেন ॥
একদিন এক শাল নিয়ে আসিলেন।
প্রভুজীর গায়েতে জড়াইয়া দিলেন।
শাল গায়ে দিয়া প্রভু কাঁপিতে ছিলেন।
রাণীমা দেখি সেথা ভাবিতে লাগিলেন।
এযে দেখি সব উল্টা।এমন দেখিনি।
ভাবে সে মনে মনে কি করিবে তখনি ॥
এক সন্ন্যাসী আসিয়া তথায় বসিল।
বসে সেথায় শীতেতে কাঁপিতে লাগিল ॥
প্রভু তার গায়ে শাল জড়াইয়া দিল।
যখন সে সন্ন্যাসীর কাঁপুনি থামিল।
সাথে সাথে প্রভুর কাঁপুনি চলে গেল ॥
এইভাবে এক নয় বহু দেখা গেছে।
যে যা দিক তখুনি সে অপরে দিয়েছে ॥
যার কৌপীন নাই শাল, কিবা করিবে।
ঠিক এর জোড়া কেহ দেখিয়াছ ভবে?
শিরে তার জল দিলে পৌষ মাস রাতে।
সাড়া তার নাই দেখা গেছে সেখানেতে ॥

পণ্ডিত শিবদত্ত ত্রিপাঠী ও তৎপুত্র মঙ্গল দত্ত

শিবদত্ত ত্রিপাঠী অসিতে থাকিতেন।
নিত্য তিনি প্রভুর নৌকায় আসিতেন ॥
অসিতে নিত্য স্নান করিতে যাইতেন।
স্নান সারি প্রভুজীর পূজা করিতেন ॥

প্রভুজীর চরণ পূজে গিয়ে ফিরিয়া।
তৎপরে গৃহদেবতার পূজা করিয়া॥
ভোজন করিয়া বিদ্যালয়ে যাইতেন।
পুনরায় বিকালে নৌকায় আসিতেন॥
ধর্ম্মপুস্তক পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেন।
সৎসঙ্গ শেষে তিনি ঘরে ফিরি যেতেন॥
তাঁর মতে প্রভুজী স্বয়ং শ্রীভগবান।
সেইভাবে পূজিত তাঁহার শ্রীচরণ॥
তৎপুত্র মঙ্গলদত্ত বাল্যকাল হতে।
পিতার সাথে আসিত প্রভুর কাছেতে॥
পিতা তাহার দেহ রক্ষা করিলে পরে।
মঙ্গলদত্ত নিত্য আসিতে নৌকা 'পরে॥
এখন জীবিত তিনি আছেন অসিতে।
বিশ্ববিদ্যালয়ে আছেন অধ্যাপনাতে॥
তিনি নিত্য অসিতে গিয়া স্নান করেন।
আশ্রমে পূজা করে তবে ঘরে ফিরেন॥

গোপালপ্রসাদ দাসগুপ্ত (রামনগরিয়া) রাজবাড়ীর ডাক্তার।

কাশীরাজের ডাক্তার গুপ্ত মহাশয়।
প্রভু তার নাম 'রাম নগরিয়া' দেয়॥
ডাক্তার নিত্য পারে যায় রাম নগরে।
যাইবার কালে প্রভুকে প্রণাম করে॥
নূতন যা উঠিবে অগ্রে প্রভুকে দিবে।
তারপরে নিজেদের ঘরে নিয়ে যাবে॥

প্রভুজী অসিতে দেহ রাখিবার পরে।
ডাক্তার চেষ্টা করে তা প্রচারের তরে॥
প্রভুজীর প্রস্তর মূর্ত্তি গড়িতে দেয়।
নাগোয়াতে প্রতিষ্ঠা করিবার আশায়॥
কিন্তু তার শুভ ইচ্ছা নাহি গো মিটিল।
তার আগেতে সে দেহ ছাড়ি চলে গেল॥

পণ্ডিত বৈদ্যনাথ শাস্ত্রী বৈয়াকরণিক।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীপ্রমথ।
তার পুত্র পণ্ডিতবর শ্রীবৈদ্যনাথ॥
প্রায় তিনি প্রভুজীর কাছে আসিতেন।
প্রভুজী তারে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন॥
বিবাহ করেন নাই বাল ব্রহ্মচারী।
কাশীতে থাকেন আউধগর্ব্বীতে বাড়ী॥
তাঁর আদেশে পুস্তক লেখা শুরু করি।
তাঁহাদের সাহায্যে তরিব আশা করি॥

রাধেশ্যাম নলঘরিয়া, বাঁশফাটক।

শ্রীরাধেশ্যামের বাটী বাঁশ ফাটকেতে।
তার পূর্ব্ব পুরুষেরা আসিত নৌকাতে॥
পুরুষানুক্রমে প্রভুজীর ভক্ত তারা।
প্রায় আসিত তাদের মেয়ে পুরুষেরা॥
প্রভুজীর বহু লীলা তাহারা দেখেছে।
সব ঘটনা শ্রীরাধে আমায় বলেছে॥
পুস্তকে সব ঘটনা লেখা নাহি যাবে।
কারণ প্রভুজীর মানা আছে জানিবে॥

স্থান বিশেষে কয়েকটি জানাব পরে।
শ্রীরাধের বিশেষ অনুরোধের তরে॥

শ্রীঅনঙ্গ মুখোপাধ্যায়।

এক ভক্তের কথা বলিতেছি হেথায়।
গুরু খোঁজে বহু দেশ ঘুরিয়া বেড়ায়॥
বহু ঘুরিয়া তার গুরু নাহি মিলিল।
ঘুরে ফিরে অবশেষে কাশীতে আসিল।
তাহার নামটী অনঙ্গ মুখোপাধ্যায়॥
উনিশ বাইশ সালে আসিয়া নৌকায়॥
প্রভুজীকে বলে কৃপা করুণ আমায়।
ভক্তিমান দেখে প্রভু কৃপা করে তায়॥
শ্রীঅনঙ্গবাবু করিতেন ম্যানেজারী।
কলিকাতা পাইকপাড়ার রাজবাড়ী॥
প্রায় আসিত কাশীতে কলিকাতা হতে।
কিন্তু আশা মেটে না আসে যে কারণেতে॥
সদা সে ব্যথা পেতো আপন অন্তরেতে॥
প্রভুজী চাহে না কিছু তার কাছ হতে।
একবার বলিল সে প্রভুজীকে সেথা।
নিজে কিছু চান নাকো হৃদে লাগে ব্যথা।
তার পিঠে হাত দিয়া প্রভু বলে সেথা॥
ইচ্ছে হয়েছে যখন এক কাজ কর।
আজকে সব বাজার তুই নিজে কর॥
হাসিতে হাসিতে অনঙ্গ বাজারে যায়।
তৎপরে বাজার করিয়া ফেরে নৌকায়॥

রাগিয়া বিশ্বনাথ বাবা বলে সেথায়।
এত বাজার কেন আনিলেন হেথায়।
আমি এত নিব না নিয়ে যান আপনি।
প্রভু ডাকে বিশ্বনাথ বাবারে তখনি।
আমি ওকে বলিয়াছি তাই ও এনেছে।
তুমি কেন বকাবকি করিতেছ মিছে॥
বিশ্বনাথ বাবা বলে দেখুন হেথায়।
যা এনেছে পনের দিন হবে নিশ্চয়॥
প্রভু বলে সেথায় ও ত গরীব নয়।
রাজবাড়ীতে কাজ করে জান নিশ্চয়॥
কয়দিন থাকিয়া অনঙ্গ চলিয়া যায়।
পুনরায় আসিল যখন সে নৌকায়॥
তাহার সাথে রাণী হর্ষমুখী আসিল।
ভক্তিভরে প্রভুজীকে প্রণাম করিল।
তৎপরে তাহারা যখন কুঠিতে ফেরে।
রাণী হর্ষমুখী বলিলেন অনঙ্গরে॥
মোর বাসনা কিছু দিব তব গুরুকে।
কৃপা করে যদি নেন বল তুমি তাঁকে।
পরদিন অনঙ্গবাবু গিয়া নৌকায়।
প্রভুজীকে রাণীমার ইচ্ছা সে জানায়॥
নবরাত্রি এসে গেছে প্রভু কহে সেথা।
কয়দিনের ব্যবস্থা সে করিবে হেথা॥
সেবারেতে নবরাত্রি হয়েছিল ভালো।
নয়দিন সেথায় বহুলোক খাইল ?

শ্রীসতীশ কর্ম্মকার।

শ্রীসতীশ কর্ম্মকার ভক্ত একজন।
প্রায় আসি পূজা করে প্রভুর চরণ॥
এসে সেথা প্রভুকে গান শুনাইতেন।
প্রভু তার গান শুনে খুসী হইতেন॥
একদিন নৌকায় তিনি গান গাইছে;
রাজবাড়ী হ'তে সেথা ভোগ আসিয়াছে।
বলিল সেথায় সে খাবার আনিয়াছে।
রাণীমা নিজে ভাল খাবার পাঠায়েছে।
খানিক বাদে ঐ কথা বলিল সে সেথা।
প্রভু ভক্ত সাথে কহিতেছিলেন কথা।
পুনরায় সে কথা বলিলে সে তথায়।
প্রভু বলিলেন তারে বেয়াকুফ হায়॥
অভীতক মাই কো ভোগ নহি লগায় ?
ভাল খাবার নিয়ে কেন দাঁড়ায়ে হেথা॥
তুমি গঙ্গা মাই কো ভোগ লগাও সেথা॥
ভোগ নিবেদন করে কাঁপিতে কাঁপিতে॥
ভোগ পাত্রসহ বাহক ফেলে গঙ্গাতে॥
বিশেষতঃ যে কোন অলৌকিক ঘটনা।
আদেশ আছে প্রভুজীর জানাতে মানা॥
নিম্ন ঘটনা হেথা লিখিতে বাধ্য হই।
সতীশবাবু অনুরোধ করেন তাই।
বিদ্যালয়ে কারখানায় কার্য্য করিছে।
শোনে সেথা প্রভুজীকে সাপেতে কেটেছে॥
কেলকার সাহেব ম্যানেজার তখন।

শুনিয়া কারখানার ছুটি দিয়া দেন।
সকলে নালার কাছে আসিল যখন।
সাপ মরে পড়ে আছে দেখিল তখন॥
দূরে প্রভুকে দেখিতে পাইল যখন।
সকলে ছুটিয়া যায় সে ধারে তখন॥
তারপরে সকলেতে দেখিল তথায়।
প্রভুজী বসিয়া আছে ধ্যানেতে সেথায়॥
ধ্যান ভাঙ্গিলে পরে সকলে বলে তারে।
আপনাকে সাপে কাটিল কেমন করে॥
প্রভু কয় ভয় নাই কাটিয়াছে বটে।
এতদূরে এলি কেন তোরা সব ছুটে॥
এ ঘটনা যখন লিখিলাম হেথায়।
আসল কথাটি জানাইতেছি সবায়॥
পুত্র এক ছিল বৃদ্ধ-ভক্ত মহিলার।
আর কেহ আপন জন ছিল না তার॥
ঘটনার আগের দিন প্রভু তাহারে।
ডাকাইয়া পাঠাইলেন নৌকার উপরে॥
বলিলেন বৃদ্ধেরে কাল ভোরে পুত্রেরে।
তুই হেথা রেখে যাবি নৌকার উপরে॥
বারে বারে বলি তোরে ভুল নাহি হয়।
ভুলিলে পড়িবে বিপদে জেনো নিশ্চয়॥
পরদিন প্রভাতে পুত্রে রাখি নৌকাতে।
প্রভুজীর আদেশে বৃদ্ধা যায় গৃহেতে॥
পুত্রকে লয়ে প্রভু গায়ে হাত বুলায়।

তৎপরে একজনে ডাকিলেন তথায়॥
তার কাছে পুত্রটীকে রাখিয়া সেখানে।
বলিলেন সারাদিন থাকিবে এখানে॥
নৌকা হইতে বালক যেন নাহি নাবে।
তা হলে গো অঘটন নিশ্চয় ঘটিবে॥
আমাকে আজ তোমরা কেহ না খুঁজিবে।
বিকালে সকলে হেথায় দেখিতে পাবে॥
অসির নালার কাছেতে তিনি তৎপরে।
যেখানেতে বালকটি নিত্য খেলা করে॥
সেখানে গিয়া তিনি ধ্যানেতে বসিলেন।
কিছু পরে ধ্যানে তিনি মগ্ন হইলেন॥
বিষধর সর্প এক আসিয়া তথায়।
চক্র তুলি গর্জায় ও ঘুরিয়া বেড়ায়॥
দংশন করিতে চায় বারে বারে ফেরে।
কিছুক্ষণ এই ভাবে ঘুরিবার পরে॥
করিল দংশন সে প্রভুজীকে সেথায়।
প্রভুজী হেঁসে সর্পেরে কহেন তথায়॥
তো সম নির্বোধ দুনিয়াতে দেখি নাই।
যাহা চেয়েছিলাম তুই করিলি তাই॥
তৎপরে উঠে প্রভুজী কিছু দূরে যায়।
সাপটি মরে তখন সেথা পড়ে রয়॥

শ্রীগোবিন্দ প্রসাদ মুখোপাধ্যায়

গোবিন্দ প্রসাদ প্রিয়ভক্ত সেইজন।
প্রায় আসে প্রভুজীকে করিতে দর্শন॥
যখনি আসে সে নৌকাতে দর্শন করিতে।

শুনাইয়া নাম গান তবে পায় যেতে ॥
প্রভুর বহু লীলা তিনি দেখিয়াছেন।
সমস্ত ঘটনা আমাকে বলিয়াছেন ॥
দেহ রাখিবার দুই মাস পূর্ব্ব হতে।
গঙ্গাজল ছাড়া প্রভু দিতেন না মুখেতে ॥
দেহ রাখিবার ঠিক চারদিন আগে।
প্রভুকে ভোগ দিতে তাঁর বাসনা জাগে ॥
বহু শাক, লুচি, মিষ্টান্ন লইয়া তিনি।
প্রভুজীর নৌকায় উঠিলেন যখনি ॥
বিশ্বনাথ বাবা তাঁরে বলিল তখনি।
প্রভু কিছু খান না জানেন ত আপনি ॥
কেন মিছে-মিছি সব নিয়ে আসিলেন।
নিজ ভুলে তিনি চুপ করে রহিলেন ॥
প্রভুকে প্রণমিয়া সেথায় বসিলেন।
তৎপরে গোবিন্দ যখন গান ধরিল ॥
তখনি প্রভুজী সেথা উঠিয়া বসিল।
উঠিয়া প্রভুজী বলিলেন বিশ্বনাথে।
গোবিন্দ ভোগ এনেছে দাও এখানেতে ॥
সেখানে সবে বলে ধন্য গোবিন্দ ধন্য।
তব ইচ্ছায় প্রভুজী মুখে দিল অন্ন ॥

শ্রীশ্রীশচন্দ্র আচার্য্য। মুক্তাগাছার জমীদার এলো কাশীতে।
তার সাথে এলো শ্রীশদা দেশ হইতে ॥

দুই মাস বাদে চলে যায় জমিদার। 	জমিদার
স্ত্রী শ্রীশদা রয়ে গেল ফিরিল না আর ॥
বলিল সে কাশী ছেড়ে কোথা নাহি যাবে।
তখন তার বয়স বাইশ হইবে ॥
তিন বৎসর কাশীতে কাটিবার পরে।
প্রভুজী জানিতে পারিলেন তারপরে ॥
স্ত্রী ও কন্যাকে ফেলে এসেছে সে কাশীতে।
তখন রাগিয়া বলিলেন সেখানেতে ॥
দূর হয়ে যা বেয়াকুফ্ এই মুহূর্ত্তে।
স্ত্রী কন্যা এলে পরে আসিস এখানেতে ॥
তৎপরে প্রভুজী বলিলেন সেখানেতে।
মিঠাইয়ের দোকান কর তুই কাশীতে ॥
টাকা যত লাগিবে পাবি এখান হতে ॥
তৎপরে স্ত্রী ও কন্যাকে হেথায় আনিবি।
বিবাহ করিলি যদি সংসার করিবি ॥
প্রভুজীর আদেশে শ্রীশদা তাই করে।
স্ত্রী ও কন্যাকে কাশীতে আনিল সে পরে ॥
তখন হতে শ্রীশদা সকলে কাশীতে।
মিঠায়ের দোকান তার সোনাপুরেতে ॥
রসগোল্লা বাবু বলে ডাকে সবে তারে।
কেহ বা রামে রাম বাবা বলে তাহারে ॥
প্রভুজীর তিথি পূজা করে প্রথমেতে।
উনিশ বিয়াল্লিশ সালে নিজ কুঠিতে ॥
প্রভুজী জীবিত কালে নিজে আসিতেন।

সঙ্গে তার বিশ্বনাথ বাবা আসিতেন ॥
এখনো গো প্রতিবারে তিথিপূজা হয়।
পাঁচদিন ধরে সেথা বহু লোক খায় ॥
দরিদ্র হলেও হৃদয় তার উদার।
বহু ভক্ত আছে কেহ করে না ত আর ॥
প্রভুর অসীম কৃপা তাহার উপর।
এখন তিথি পূজা করে সে প্রতিবার ॥

প্রভুজীর কৃপায় শ্রীশ বাবুর মৃত পুত্রের জীবন লাভ।

তার এক পুত্রের কলেরা হয়েছিল।
তারে দেখে ডাক্তার মরে গেছে বলিল ॥
শ্রীশ দার মনে বিশ্বাস নাহি হইল।
তখনি সে অসিতে প্রভু কাছে ছুটিল।
প্রভু সেথা শুনে বলে মরে নাই ছেলে।
চরণামৃত মুখে দে রাম রাম বলে ॥
ডাক্তার দেখাবি তারে বলে রাখি তোরে ॥
বিপদ কেটে গেলে প্রয়োজন নাহিরে।
তখনি শ্রীশদা ফিরি তাহার গৃহেতে।
চরণামৃত দিল সে পুত্রের মুখেতে ॥

ডাক্তার রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পুনরায় সে ডাক্তারকে ডেকে আনিল।
দুইজন ডাক্তারে মরে গেছে বলিল ॥
তৎপরে ডাক্তার শ্রীরাম বাবু আসিল।
প্রথমেতে দেখে তারে চিন্তিত হইল।
কিছুক্ষণ ভাবিয়া সেথা ঔষধ দিল ॥

একভাবে তিনদিন সেথা পড়ে রয়।
তারপরে ক্ষীণনাড়ী অনুভব হয়॥
ডাক্তার বলিল সেথা আর নাহি ভয়।
প্রভুকে খবরটা দেওয়া যেন হয়॥
তার ইচ্ছায় আপনার পুত্র বাঁচিল।
শ্রীশদা! আমার কি ক্ষমতা আছে বল?

মহারাজা শোবেল ও রাণী সুরগুজা।

রাণী সুরগুজা ও শোবেল মহারাজা।
প্রভুর ইচ্ছায় দুই জনে রাম ভজা॥
পূর্ব্ব পুরুষেরা বিশ্বনাথ পূজা ছাড়া।
অন্য কোনো মূর্ত্তি পূজা করিত না তারা॥
প্রায় আসিত তারা প্রভুজীর কাছেতে।
যে সময়ের যা আগে পাঠাতো নৌকাতে॥
নাম কীর্ত্তনে প্রায় উভয়ে থাকিতেন।
কখন বা তাঁরা একা একা আসিতেন॥

রাজা ভিজয়ানগরম্।

ভিজয়ানগরম্ প্রায় আসে নৌকাতে।
নিত্য নূতন কিছু আনিত সেখানেতে।
প্রভুজীকে বাড়ী করে দিতে চেয়েছিল।
একবার নয় বহু বার বলেছিল।
প্রভু প্রতিবার তারে মানা করেছিল॥
ভিজয়ান গ্রামে বহুবার দেখা গেছে।
দেশ হতে যখন কাশীতে আসিয়াছে।
নিজ কুঠিতে নাগিয়া নৌকাতে উঠেছে।
পরে প্রসাদ লইয়া নিজ গৃহে গেছে॥

নেপালের মহারাজা।

নেপালের রাজা আসিয়া হঠাৎ সেথায়ে।
প্রভুজীকে বলিলেন প্রণাম জানায়ে ॥
পশুপতি নাথের আদেশ হইয়াছে !
তব কাছে মন্ত্র নিতে আমাকে বলেছে ॥
প্রভুজী তারে রামনাম জপিতে বলে।
শিব মন্ত্র ছাড়া সে যে জপিবে না বলে
তৎপরে সেথা হতে তিনি গৃহে ফিরিলে।
রাতে স্বপনে কুল দেবতা তারে বলে ॥
তুমি জপিবে প্রভুজী যা জপিতে বলে ॥
পর দিন প্রভাতে এসে বলে প্রভুকে।
কাল পশুপতি নাথ বলেন আমাকে।
তুমি জপিবে, প্রভুজী যা বলে তোমাকে ॥
তখন প্রভুজী রাম নাম দিলে তারে।
প্রভুকে প্রণাম করে সেথা হতে ফেরে ॥

ইজানগরের মহারাজা।

রাজার কোনো পুত্র বা কন্যা হয় নাই।
আসিয়া প্রভুর চরণ ধরিল তাই ॥
ভাণ্ডারা দিতে প্রভু তাহারে কহিলেন।
প্রভুর আদেশে রাজা ভাণ্ডারা দিলেন ॥
প্রথম দুদিন হয় মালপোয়া ভোগ।
তার পর দিন হয় রসগোল্লা ভোগ।
তারপরে একদিন রাণীর ইচ্ছাতে।
ঘটা করে ভাণ্ডারা দিল রাজবাড়ীতে ॥

প্রভুজী যায় রাজবাড়ী বসে পাল্কিতে।
ভক্তগণ চলে নগর কীর্ত্তন সাথে॥
অসি নালা পাশ দিয়া যাইবার কালে।
পায়ে কাঁটা ফুটিয়াছে সকলেই বলে॥
ছিল বহু নাগ ফণী গাছ সেখানেতে।
ঐ গাছের কাঁটা ফুটেছে সব পায়েতে॥
সে ঘটনা শুনিয়া প্রভু বলে সেখানে।
কাল হতে গো এরা থাকিবে না এখানে॥
পর দিন গিয়া সবে দেখে সেখানেতে।
সব কাঁটা ফণী লুটাইতেছে ধরাতে॥
তৎপরে রাজার বাড়ীর ঘটনা শোন।
হয়ে নানা রকম পুরী শাক মিষ্টান্ন॥
সারা কাশী সন্ন্যাসী পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণে।
তৎসহ কাঙ্গালারা খাইল গো সেখানে॥
সব শেষে রাণীমা প্রসাদ নিলে পরে।
প্রভু প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ করে তারে।
তারপর ফিরিলেন নৌকার উপরে॥
শোন সবে তার ঠিক দশ মাস পরে।
এক পুত্র সন্তান রাণী প্রসব করে॥
যে সকল রাজারা আসিতেন কাশীতে।
সকলেই আসিত প্রভুজীর নৌকাতে॥
সকলের কথা লেখা সম্ভব না হবে।
যতটা সম্ভব হেতা জানালাম সবে॥

মাতা অন্নপূর্ণা দেবী।

অন্নপূর্ণা প্রভুজীর ভক্ত একজন।
স্বামীর নামটি মুখার্জী প্যারীমোহন॥
স্বামী তার অল্প বয়সে দেহ রাখেন।
বহু দিন প্রভুর সেবা তিনি করেন।
ভোগের অন্ন তিনি বহু দিন রাঁধেন।
পরে প্রভু তারে সন্ন্যাস দিয়েছিলেন।
তারপরে তিনি দিল্লীতে দেহ রাখেন॥

শ্রীকে, সি, নিয়োগীর স্ত্রী, শ্রীমতী লীলা নিয়োগী।

সর্ব্বজন পরিচিত শ্রীকে, সি, নিয়োগী।
তার স্ত্রীর নাম শ্রীমতী লীলা নিয়োগী॥
আসিলেন উনিশ'শ তিরিশ সালেতে।
প্রভুর কাছে কৃপা পাইবার আশাতে।
সাথে লয়ে ভগ্নীরে এসেছিল নৌকায়॥
দুইজনে একাসনে তারা কৃপা পায়।
সাধনা দাস গুপ্তা তাহার বৌদি হন।
এর আগে প্রভু কাছে তিনি কৃপা পান।
দীনবন্ধু চাপরাশী সে উড়িষ্যা বাসী।
কৃপা পেয়েছিল লীলা মার সাথে আসি।
প্রভুর সম্বন্ধে কেহ জিজ্ঞাসিলে তারে।
তার উত্তরে লীলা মাই বলে তাহারে।
কিবা ক্ষমতা মোর হই সামান্য নারী।
প্রভুর সম্বন্ধে আমি কি বলিতে পারি॥
যদি বলেন হেথায় আমারে বলিতে।
গুরু ভ্রাতা সম্বন্ধে বলিব এখানেতে॥

প্রভু দর্শনে যখন গিয়াছি কাশীতে।
গুরু সেবা করিতে দেখেছি বিশ্বনাথে॥
এমনটি আর কোথা দেখিতে পাবে না।
বিশ্বের ইতিহাসে খুঁজিলেও পাবে না॥
বুদ্ধিহীন হতে পারি তবু মাতৃজাতি।
সদা অন্তরে করি প্রভু পদে মিনতি।
বাংলার ঘরে ঘরে শ্রীবিশ্বনাথ লাগি।
বাঙ্গালী সন্তানেরা গো উঠে যেন জাগি॥

শ্রীরামতরণ মজুমদার।

ব্রহ্মচারীর জ্ঞাতি ভ্রাতা রামতরণ।
নেন প্রথমে প্রভুর চরণে শরণ॥
আসেন অসি ঘাটে সাথে রাম শরণ॥
পর দিন কৃপাময় নাম দেন তারে।
স্ত্রী পুত্র কন্যারাও নাম পায় তৎপরে॥
দধি প্যাঁড়া তিনি যখনি আনিয়াছেন।
আনন্দিত হয়ে প্রভু সেথা খেয়েছেন॥
রামনামে বহু জন আসিত সেখানে।
পারের রাম বলিতেন রাম তারণে॥
পারের রাম বলিত কেন শুন সবে।
প্রভুজীর নৌকা তলা ফুটো হয় যবে॥
যখন দেখেন কেহ সারাল না তারে।
তখন প্রভুজী চলে যান পূর্ব্ব পারে॥
সেবারে রাম এসে শুনে অসি ঘাটেতে।
প্রভু রাগ করে চলে গেছে ওপারেতে॥

রামবাবু তখন ওপারেতে গেলেন।
প্রভুকে প্রণমিয়া সেথা জিজ্ঞাসিলেন॥
কি কারণে আসিলেন আপনি এপারে।
প্রভুজী দুঃখের সহিত বলেন তারে॥
আজকাল সাধু সেবা কেহ নাহি করে।
নৌকা ভেঙ্গে গেছে কেমনে থাকি ওপারে॥
তখন রামবাবু চিন্তিত হইলেন।
পরে শ্রীবিশ্বনাথ বাবারে বলিলেন।
এখানে নৌকা যদি ভাড়া পাওয়া যায়।
খোজ নিন যত লাগে দিব আমি তায়॥
সেথা তখন ব্রহ্মচারী রামশরণ।
বিশ্বনাথ বাবা আর শ্রীরামতরণ॥
প্রতি ঘাটে ঘাটে নৌকা খোঁজেতে ঘোরেন।
বহু খোঁজ করে পরে সন্ধান পেলেন॥
মাসিক তেইশ টাকা ভাড়া ঠিক হয়॥
প্রভু বিকালে আসে পারে বসি নৌকায়॥
এ পারেতে আসিয়া প্রভু সবারে কয়।
পারের রাম আজি পারে আনে আমায়॥
রাম শিরে হাত দিয়া প্রভু বলে তারে।
সর্ব্বশান্তি হোক আর কিবা বলি তোরে॥
বহু দিন দেখা গেছে প্রভু রাগি সেথা।
সারা দিন খান নাই কহে নাকো কথা॥
প্যাঁড়া দধি এনেছে রাম এসে বলিল।
এনেছিস বলে প্রভু তখনি খাইল॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নাগোয়ার কথা ১২৮৮ সাল হইতে

পুনঃ শুরু করি হেথা নাগোয়ার কথা।
পাথর পরে প্রভুজী সিদ্ধ হন যেথা॥
সেথা প্রথমে তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন।
নিজ হাতে মুখে খাদ্য নাহি তুলিবেন।
যত দিন ইষ্টলাভ তাঁর নাহি হবে।
ততদিন এই নিয়মে সেথা চলিবে॥
ভক্তের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার তরে।
মা নিত্য আসি পুত্র মুখে খাবার ধরে।
কাশীর মাহাত্ম্য সবে কি বুঝিতে পারে।
মাতা অন্নপূর্ণা যেথা সদা বাস করে॥
সেথা মার ছেলে না খেয়ে থাকিতে পারে?
নিত্য ভোরে সাঁতারি যায় অপর পাড়ে॥
মলমূত্র ত্যাজিয়া সে পুনরায় ফেরে।
দিবারাত্রি ধ্যানে থাকে পাথর উপরে॥
খায় সে যদি কেহ খাবার মুখে ধরে।
এই ভাবে দিন যায় রাত আসে তার।
পুনঃ রাত যায় দিন আসে গো আবার॥

কঠোর সাধনা

সে কি কঠোর সাধনা নাহি ভাবা যায়।
কবির কল্পনা তারে কেমনে বুঝায়॥
বক্তার ভাষণ শুনে নাহি বুঝা যায়।
তারে বুঝা যায় যদি গুরু কৃপা হয়॥

কিছুদিন এই ভাবে চলিবার পরে।
দিন দিন ভিড় বাড়ে নাগোয়ার চরে।
অনেকে বিরক্ত করে জড়ি বুটি তরে।
কেহ আসে মামলা জয় কেমনে করে॥
তখন তিনি পাথর ছাড়ি জলে পড়ে।
তৎপরে ভিড় কমিলে উঠে আসে পাড়ে॥
এই ভাবে কতদিন সেথা দেখা গেছে।
কখন পদ্মাসনে কখন বা ভাসিছে।
কভু বা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ডুবে আছে॥
এমনটি কোথা কভু কেহ কি দেখেছ ?
অথবা শুনেছ কিবা কোথায় পড়েছ॥

বৈকুণ্ঠ কাঁপে

বৈকুণ্ঠ কাঁপে তাঁহার তপস্যার জোরে।
দয়াময় হরি আর কি থাকিতে পারে ?
হরিহরের হৃদে আসি বিরাজ করে॥
তারপর একে একে আসে ভক্ত গণ।
প্রভুজীর কৃপা মেলে সেথা কয়জন।
মুঝোলীর রাণী সেথা নৌকা দেয় তারে।
নিত্য দুপুরের ভোগের ব্যবস্থা করে॥
এছাড়া ভাণ্ডারা দিত মাঝে মাঝে সেথা।
রাণীর কর্ম্মচারী আসি করে ব্যবস্থা॥
কলিকাতার ভক্তগণ আসিলে পরে।
তারাও ভাণ্ডারা দিত গঙ্গার কিনারে॥
নিত্য যোগ বাশিষ্ঠের পঠন হইত।

কেহ না কেহ সদা নামে রত থাকিত।
মাঝে মাঝে সেখানে নাম যজ্ঞ হইত॥
একবার গুপ্ত নৌকা মেরামত করে।
কাশীরাজও একবার করে তৎপরে॥
কাশীর শিব প্রভুজী বলেছিল যারে।
বিশ্বনাথ বাবা আসে ঐ নাগোয়া পরে॥
এর আগে বলেছি প্রভু ছিল অচল।
বিশ্বনাথ আসিলে তিনি হন সচল॥
তখন শ্রীবিশ্বনাথ বাবার ইচ্ছায়।
বহু রোগী রোগমুক্ত হয়েছে সেথায়॥

বিশ্বনাথের ইচ্ছায় নবরাত যজ্ঞ স্বুরু হয়

বিশ্বনাথ বাবা সেথা প্রভুজীকে কয়।
গোপাল নবরাত যজ্ঞ করিলে হয়॥
প্রভু বলে তোর ইচ্ছা পূর্ণ হইবে রে।
ঐ বছর নবরাত যজ্ঞ স্বুরু করে॥
নয় দিন ধরে সেথা বহুলোক খায়।
নাহিক বিচার যে আসে সে ভোগ পায়॥
ঐ যজ্ঞ প্রতিবারে প্রভুজী করে যান।
বিশ্বনাথ সেইভাবে রক্ষা করে যান॥
পূর্ব্বেতে বলেছি আছে বোধ হয় জানা।
জানাতে আছে মানা অলৌকিক ঘটনা॥

বিশ্বনাথ বাবার হঠাৎ জ্বর

জানবো যে গুলি জানাতে নাহিক মানা।
বলি হেথায় শুন সব এক ঘটনা।
শ্রীবিশ্বনাথ বাবার হঠাৎ জ্বর হয়।

তৎসহ পেটের যন্ত্রণাও সুরু হয়।
প্রভু বলিলেন সেথা শিবালয়ে যাবি।
সেথা গিয়া রামনগরিয়াকে দেখাবি॥
ঔষধ দিলে তোরে হেথা নিয়ে আসিবি।
বিশ্বনাথ বাবা তখনি যাত্রা করিল।
রিক্সা চাপিয়া সে ডাক্তারের বাড়ি গেল॥
পরে রাম নগরিয়ার বাড়ীতে যায়।
রামনগরিয়া দেখিয়া ঔষধ দেয়॥
ঔষধ লইয়া পুনঃ অসিঘাটে ফিরে।
প্রভুর কাছে আসিল নৌকার উপরে॥
প্রভুজী হাসিতে হাসিতে সেথায় বলে।
ঔষধ যা এনেছিস দে গঙ্গায় ফেলে॥
গঙ্গা মাটি মুখে দিবি ডুব দিয়ে তুলে।
গঙ্গা জল খাবি সাথে রামনাম বলে॥
বিশ্বনাথ বাবা তাই করিল যখন।
কাঁপিতে কাঁপিতে জ্বর আসিল তখন॥
প্রভুজী ডাকেন কে আছিস্ শোন হেথা।
দুটি কম্বল চাপা দিয়া শুয়ে দে সেথা॥
দুইজন উহারে চেপে ধরে থাকিবি।
উঠে যেন পড়ে না সাবধানে রাখিবি॥
একঘণ্টা পরে প্রভু বলিলেন সেথা।
কাঁপুনি কমিলে পরে নিয়ে আয় হেথা॥
সে বলে কাঁপুনি জ্বর দুই চলে গেছে।
প্রভু বলে তবে কেন মিছে শুয়ে আছে॥

পর দিন প্রভাতে বিশ্বনাথে দেখিতে।
গুপ্তমহাশয় আসে যখন নৌকাতে॥
এসে দেখে সেথা নাই, স্নান করিতেছে।
ডাক্তার বলে তখন নেবে তার কাছে।
একদিনে সারিবার জ্বর হয় নাই।
কেমনে সারিল ভেবে কূল নাহি পাই॥
প্রভুজীর ইচ্ছায় সেরেছে বোধ হয়।
তাছাড়া দেখিনাত আর কোন উপায়॥
পরে ডাক্তার যখন ঘটনা শুনিল।
বলে মোর অনুমান ঠিক হয়েছিল॥
প্রভুর যে সব লীলা হেথা দেখা গেছে।

প্রভুজী- কলিযুগে তেমনটি গো কম ঘটেছে॥
নাগোয়া প্রভু অসিতে আসে কেন নাগোয়া হতে।
হইতে কি ঘটনা ঘটেছিল শুন সেখানেতে॥
অসিতে কেন জুতা পায়ে দিয়ে ওঠে ছাত্রেরা নৌকায়।
আসিলেন ঘাটের মাঝিরা মানা করিলে সেথায়॥
১৩৩১ সাল উভয় দলে বচসা লাগিল তথায়।
তৎপরে হাতাহাতি শুরু হয় সেথায়॥
প্রভুজীর নৌকাতেও ইট এসে পড়ে।
কয়জন সেথা চোট পাইবার পরে॥
প্রভু বলে এই মুহুর্ত্তে চল অসিতে।
নৌকা বাঁধিল সেথা প্রভুর ইচ্ছামতে।
চারিদিকে উক্ত ঘটনা ছড়িয়ে পড়ে।

মালব্যজীর মালব্যজীর কানে কথা পৌঁছিলে পরে ॥
ক্ষমা প্রার্থনা আসি প্রফেসর সহ মালব্যজী সেথা।
প্রভু কাছে ক্ষমা চায়ে নিচু করি মাথা ॥
প্রথমে প্রভু তারে দূর দূর বলিল।
তখন মালব্য প্রভুর পায়ে ধরিল।
প্রভুজী তারপর ধীরে ধীরে বলিল ॥
তোমার ছাত্রেরা খুব তৈয়ারী হয়েছে।
বিশ্ববিদ্যালয় ভালো শিক্ষা দিতেছে ॥
মালব্য করুণ সুরে বলেন সেথায়।
ছাত্রদের হয়ে ক্ষমা চাহিছি হেথায় ॥
আপনাকে তাদের ক্ষমা করিতে হবে।
না হলে তারা পাপমুক্ত কেমনে হবে?
ন্যায় অন্যায় বোধ শক্তি তাদের নাই।
এত বড় গর্হিত কার্য্য করেছে তাই ॥
প্রভু বলিলেন তখন তাদের কাছে।
রামজী বালকদের ক্ষমা করিয়াছে ॥
কিছুই বলিতে চাহিনা বালকদের।
বলিতে যদি হয় বলিব তোমাদের ॥
ছাত্রদের শিক্ষা দিতে যদি নাহি পার।
দেশের টাকা কেন মিছে খরচ কর ॥
তৎপরে মালব্যজী বলেন সেখানেতে।
কৃপা যদি করেন চলুন নাগোয়াতে ॥
প্রভুজী বলেন সেথা তা হতে পারে না।
এ মুখ যা বলেছে তা ফেরাতে পারি না ॥

গভর্ণমেণ্টের নোটিশে মালব্যজী চিন্তিত। পরে প্রভুজীর কৃপায় নোটিশ নাকোচ।

তৎপরে মালব্য ফিরে সেখান হইতে।
পেলে এক নোটিশ তিন দিন পরেতে॥
গভর্ণমেণ্ট নোটিশ দিয়াছে তাহারে।
তোমার ছাড়িতে হবে দুই মাস পরে।
যা জমি বিদ্যালয়ের আছে তব হাতে॥
মিলিটারী লইবে কোয়ার্টার করিতে॥
মালব্যজী তখন চিন্তায় পড়িলেন।
ভারতীয় নেতাদের ডেকে পাঠালেন॥
সেথা সভা হইবে ঘোষণা করিলেন।
নেতারা সকলে সে সভাতে আসিলেন॥
বহু আলোচনা করে স্থির নাহি হল।
এক ভক্ত প্রফেসর সেখানে কহিল॥
প্রভুজীর কাছে গেলে পার হতে পারি।
মোরা সবে গিয়া তাঁর শ্রীচরণে পড়ি॥
সেদিন ছাত্রেরা খুব অন্যায় করেছে।
মনে হয় এ ঘটনা তাই ঘটিয়াছে॥
তখন সকলে জি, ডি, বিড়লার সাথে।
যায় অসিতে প্রভুর চরণ বন্দিতে॥
শুনিয়া সব ঘটনা প্রভু সেথা কয়।
পত্রের উত্তর দিতে হবে না তোমায়॥
রামজী যা করিবার করিবে হেথায়।
তখন সকলে সেথা হতে চলে যায়।
এক সপ্তাহ বাদে পুনঃ নোটিশ পায়।
পূর্ব্বের নোটিশ বাদ হইল হেথায়॥

তখন সকলে সেথা আশ্চর্য্য হইয়া।
সবে প্রভুর পায় ধরে অসিতে গিয়া॥
তারপরে সেখানেতে সকলে মিলিয়া।
বলিল দিব হেথা এক কুঠি করিয়া॥
প্রভু বলে কুঠি মোর নাহি প্রয়োজন।
বিশ্বে কিছু নাহি মোর নিবার মতন॥

প্রভুজীর ইচ্ছায় তুলসীজীর নাম মুছে যায় যেথায়।

তুলসী ঘাট সংস্কার।

আমাকে দিলে কিছু পাবি নাকো সেথায়॥
ভাঙ্গা তুলসী ঘাটের সংস্কার করিলে।
আমাকে দেওয়া হবে রাখিলাম বলে॥
সেথা মালব্য জি, ডি, বিড়লাকে বলিয়া।
শ্রীতুলসীর ঘাট দিল নূতন করিয়া॥
দিন দিন ভক্তের ভিড় বাড়ে অসিতে।
সকলে চায় প্রভুর কাছে নাম নিতে॥
ভক্ত দেখে কয়েকজনে দিয়েছিলেন।
সময় হয়নি কাহাকে বা বলিলেন॥
লীলাময় হরি সেথা বহু লীলা করে।
আদেশ নাহি হেথা লিখি কেমন করে॥
ভক্তের অনুরোধে কিছু জানাব হেথা।
যে ঘটনা সাধারণে দেখিয়াছে সেথা॥
বহু রোগী ব্যাধি মুক্ত হয়েছে গো হেথা।
কোর্টের বহু আদেশ ঘুরে গেছে সেথা॥

রাধের স্ত্রীর যক্ষ্মা আরোগ্য

রাধে নল ঘড়িয়া সে ভক্ত একজন।
তাহার স্ত্রীর হয়েছিল যক্ষ্মা তখন।
ডাক্তারে বলে এ ব্যাধি সারিবার নয়।
রাধে তখন ভাবিয়া কূল নাহি পায়।
সে কথা রাঁধের স্ত্রীর কানেতে পৌঁছিলে।
আমাকে প্রভুর কাছে নিয়ে চল বলে॥
তখন রাধে আরও মুস্কিলে পড়িল।
শেষ অবধি তারে নিয়ে নৌকায় গেল॥
প্রভু তারে দেখে সেথা চটিয়া গেলেন।
"তোরা কি ভেবেছিস ?" তিনি সেথা বলেন॥
বিশ্বনাথ সেথা হাসিতে হাসিতে বলে।
আপনার সন্তানে আপনি না দেখিলে॥
গোপাল আমাদের কেবা দেখিবে তা'লে॥
তখন প্রভুজী সেথা বলে আয় হেথা।
সবে রোগিণীকে শোয়াইয়া দিল সেথা॥
প্রভু সেথা বড় বড় চোখ বের করে।
পা হতে মাথা পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করে॥
"যা বেটি তোরে রামজী কৃপা করিয়াছে।
তোর দেহ হতে রোগ দূরে চলে গেছে॥
সুবিধা হলে পরে তুই ভাণ্ডারা দিবি।
তাতে তোর আরো মঙ্গল হবে জানিবি॥

প্রভুজীর মন্দিরের জন্য

বিশ্বনাথ প্রভুর মন্দির গড়িবায়।
দশ হাজার টাকা চাঁদা তোলে সেথায়॥

বিশ্বনাথ বাবার সে টাকার কথা প্রভুর কানে পৌঁছিলে।
চাঁদা সংগ্রহ। সে টাকা ভাণ্ডারায় ব্যয় করিতে বলে ॥
পরে সে টাকায় কয়মাস ধরে মাঝে মাঝে সেখানেতে।
ভাণ্ডারা। ভাণ্ডারা চলে গো প্রভুজীর আদেশেতে ॥
এক প্রকার খাদ্য নিত্য হত না সেথা।
প্রভু আদেশে নিত্য নূতন হয় তথা ॥

বিশ্বনাথ এখানে বলিব এক মজার ঘটনা।
বাবার উপর শুনিয়া কেহ যেন ধৈর্য্য হারাবেন না ॥
গুরুভাইরা কয়েকজন সন্ন্যাসী নৌকাতে থাকিত।
হিংসা করায়, বিশ্বনাথের পেছনে দল পাকাইত ॥
লোক শিক্ষার্থে কেমনে তারে জব্দ করে সদা চিন্তিত ॥
প্রভুজীর লীলাময় হরি হেথা লীলা দেখালেন।
আশ্চার্য্য দুইদিনে পাঁচদিন তিনি করিলেন ॥
লীলা। অনেকে বলিবেন হেথা কেমনে হয়।
বদ্রিনারাণের কথা ভাবুন হেথায় ॥
সেথা হয়েছিল সাত মাসে একদিন।
সাত মাস দাবা খেলে দেখে একদিন ॥
এখানে গো দুইদিনে দেখে পাঁচদিন।
এ মায়া দেখালেন প্রভু শিক্ষার তরে।
তিনি না বুঝালে পরে কে বুঝিবে তারে ॥
সেদিন নৌকাতে কোন খাদ্য আসিল না ॥
কোন ভক্ত সেদিন নৌকাতে উঠিল না ॥

দিবা অবসানে প্রভু স্নান সারিলেন।
রাম কহি গঙ্গাজল পান করিলেন॥
তৎপরে শ্রীবিশ্বনাথও পান করিল।
দুই দিবস একভাবে সেথা কাটিল॥
সন্ন্যাসী শিষ্যেরা সবে বলিল সেখানে।
প্রভু কেন উপবাস যাইবে এখানে?
আনিব আমরা হেথা মাধুকরী করে।
প্রভু বলে ভাবিতে হবে না মোর তরে॥
ইচ্ছা হলে হেথা হতে চলে যেতে পারে॥
বিশ্বনাথ ও সরযূ রইল সেখানে।
বাকি সবাই চলে গেল চতুর্থ দিনে॥
তৎপরে পঞ্চম দিন আসিল যখন।
সরযূ আসি প্রভু কাছে বলে তখন।
বিশ্বনাথের হিংসা কভু আমি করি না।
প্রভু বলিলেন হিংসা তুই করিস না॥
তা আমি জানিরে, তুই এক কাজ কর।
নৌকা হতে নেমে বস ঘাটের উপর॥
তোরে কোথা যেতে হবে না ভিক্ষার তরে।
নিকটে বসিলে খাবার পেয়ে যাবি রে।
প্রভুর কথায় সরযূ তাই করিল।
তৎপরে এক মহিলা সেথায় আসিল।
সরযূ বাবার হাতে রুটি শাক দিল॥
সকলে ডাকাইয়া প্রভু কহেন সেথা।
বিশ্বনাথকে চিনিতে কি পারিলে হেথা?

সেথা সবে প্রভুর চরণ ধূলি লয়।
প্রভু বলে তার পাছে লেগনা হেথায়॥

পৌষমাসে রাত্রি ২টার পরে প্রভুর মাথায় জল দেন।

পৌষমাসে এক মাতা রাত ছুইটায়।
লালপেড়ে শাড়ী পরে আসেন তথায়॥
প্রতি চতুর্দ্দশীতে গো আসেন সেথায়।
এসে গঙ্গাজল দেন প্রভুর মাথায়॥
বিশ্বনাথ বাবা সেথা রাগিয়া গেলেন।
তিরস্কার করিয়া তাহারে বলিলেন॥
এত রাতে শীতের দিনে একি করিলে?
গোপালের মাথায় গো কেন জল দিলে?
প্রভু সেথা রাগিয়া বলেন উচ্চস্বরে।
তোর কি প্রয়োজন কে কি করে না করে?
তোর মাথায় দিলে তুই বলিস্ তারে।
জানিস্ তুই কে এসেছিল কৃপা করে?
বিশ্বনাথ তাকাইল সেদিকে যখন।
সে মাতারে দেখিতে পাইল না তখন॥

বিশ্বনাথ বাবার ভগ্নীর প্রভুর কৃপালাভ ও পরে কাশী প্রাপ্তি

বিশ্বনাথ বাবার ভগ্নী আসে যখন।
প্রভুজী তারে সন্ন্যাস দিলেন তখন।
কালীদেবী প্রভুজীর আদেশেতে যান।
তীর্থ পর্য্যটনে; ঘুরিয়া সে বৃন্দাবন॥
কাশীতে আসিয়া পুনঃ পৌছিল যখন।
প্রভুর কৃপায় তিনি কাশী প্রাপ্ত হন॥

শ্রীবিশ্বনাথ বাবা প্রভুর আদেশেতে।
কাশী হতে যাত্রা করেন তীর্থ ঘুরিতে॥
তীর্থ ঘুরি পুনঃ ফেরে প্রভুর চরণে।
প্রভুর সেবার ভার নিলেন সেখানে॥

ভক্ত রামতরণের মাতা ঠাকুরাণী।

ভক্ত রামতরণের মা আসে সেখানে।
বলে কৃপা করে নাম দিন মোর কানে॥
প্রভু বলে গুরু দীক্ষা নাই তোর মনে?
তবে কেন পুনঃ দীক্ষা চাস্ মা এখানে?
রামতরণের মাতা বলিল সেখানে।
তব কৃপা বিনে উদ্ধার হব কেমনে?
প্রভু বলে শোন নাম দিব তোর কানে।
কিন্তু সে নাম জপিবার আগে সেখানে॥
পূর্ব্বে যে নাম দিয়েছে গুরু তোর কানে।
প্রথমে জপিবি তারে তুই সেইখানে॥
তৎপরে জপিবি যে নাম দিবরে কানে॥
প্রভু তারে নাম দিল জপিতে সে স্থানে॥

দশেরা উৎসবের দিন প্রভুর আশ্চর্য্য লীলা।

শুন লীলাময়ের এক লীলা কাহিনী।
শু'নয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবে গো জানি॥
একবৎসর বিজয়া দশমীর দিনে।
নাম গান হইতেছে প্রভুর সামনে॥
সেথা সন্ধ্যা হব হব হয়েছে যখন।
বিশ্বনাথ বাবা সেথা বলেন তখন॥

গোপাল আপনাকে ছাড়িয়া এইস্থানে।
দশেরা উৎসবেতে এরা যায় কেমনে ?
এদের ভাগ্যে উৎসব দেখা হইল না।
দশাশ্বমেধ ঘাটে কেহ যেতে পেল না॥
প্রভু হাসিতে হাসিতে বলেন সেখানে।
দেখিতে পায় যদি সবে বোসে এখানে॥
কষ্ট করে অতদূর কেন তারা যাবে ?
বলনা তোমরা হেথা ভক্তবৃন্দ সবে॥
কয়েক পলক অনুভব করে সবে।
নৌকা সমেত সবাই দশেরা উৎসবে॥
প্রভুর মায়া কি সবে বুঝিতে গো পারে।
বিশ্বনাথ বলে প্রভুর চরণে ধরে॥
গোপাল ধন্য আজি হেথা ভক্ত সকলে।
ভক্তগণে নিজগুণে যা তুমি দেখালে॥
দেখে নাই খালি যারা ছিল গো নৌকায়।
দশাশ্বমেধে ছিল যারা দেখে সেথায়॥
অসি হতে রাধে যখন বাসায় ফেরে।
তাহার ভায়েরা বলিল তখন তাহারে॥
মিছে মিছি অসি হতে তুমি ঘুরে এলে।
সেথা গিয়ে প্রভু দেখা নাহি তুমি পেলে॥
উৎসবে প্রভুজীকে মোরা দেখি সকলে।
প্রভুর নৌকা ঘোরে ভিতরে নাম চলে॥
রাধে তখন চটিয়া সেখানেতে বলে।
প্রভুরে ছোট করো না পাছে যা তা বলে॥

ভায়েরা সকলে তারে বলিল সেখানে।
চল তুমি ঘটনা ঘটেছিল যেখানে॥
যারা যারা ছিল সেথা ঘাটের উপরে।
এমনকি মাঝিরাও বলিবে তোমারে॥
রাধে কয়েকজনে জিজ্ঞাসিল সেথায়।
তারা সকলে বলিল দেখেছে তথায়॥
রাধে নৌকার সকল ঘটনা বলিল।
সকলে সেথা তখন আশ্চর্য্য হইল॥

ডাঃ পরেশচন্দ্র মজুমদার

রামতরণের ভাই পরেশ আসিয়া।
সেথা বসিল প্রভুকে প্রণাম করিয়া॥
বলিল বাবা মোর চাকরী কবে হবে?
প্রভু বলে সেথা তুরন্ত খবর পাবে॥
(তুমি এখুনি চাকুরীর খবর পাবে।)
সেথা হতে বাড়ী যায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে।
দেখে পিয়ন দাঁড়ায়ে আছে তার তরে॥
পত্র আসিয়াছে তার মিলিটারী হতে।
ঐ সপ্তার শেষে যেতে হবে চাকুরীতে॥
কাশী হইতে যাত্রা করিবার কালেতে।
যায় অসি প্রভুর সাথে দেখা করিতে॥
প্রভুকে প্রণাম করিয়া বলে তথায়।
যুদ্ধেতে যাব অনুমতি দিন আমায়॥
প্রভু বলে সেথা তুই কার্য্যস্থলে যাবি।
পুনরায় দেখা হবে নিশ্চয় জানিবি॥

প্রফেসর শ্রীহরিশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

শঙ্কর প্রসাদের মাথা খারাপ হয়।
তখন সে পাটনা কলেজেতে পড়ায়॥
পিতা মাতা বহু চেষ্টা করিয়া সেথায়।
দৈব টোট্‌কা বভ্যিতে নাহি কূল পায়॥
মাতা সরলা বালা ব্রহ্মচারীকে কয়।
তোমরা থাকিতে গো নাহি হবে উপায়?
তখন রাম শরণ কহেন সেথায়।
এখুনি প্রভুজীকে বল গিয়ে নৌকায়॥
সেথা গিয়া প্রভুজীকে জানাইলে পরে।
প্রভূজী কোন উত্তর দিলনাক তারে॥
ব্রহ্মচারীকে ঘটনা বলিল তখন।
সব কথা শুনিয়া কহে রামশরণ॥
রাম নামে অনেকে আছে বোঝে কেমনে।
আগামী কল্য পুনরায় যাও সেখানে॥
প্রভুকে প্রণমিয়া বলিবে সেখানেতে।
যে রাম এনেছিল আপনাকে পারেতে॥
সে কথা প্রভুজীকে গিয়া বলিলে পরে।
প্রভু সকল ঘটনা জিজ্ঞাসিল তারে॥
তৎপরে সেথায় প্রভুজী বলে তাহারে।
মহাবীরে স্মরণ করি নিত্য সন্ধ্যায়।
সবে মিলে রাম নাম করিবে আলয়॥
সরলা দেবী তথা হতে ঘরে ফিরিয়া।
সব ঘটনা স্বামীকে বলে বুঝাইয়া॥
বীরেন বাবু সকল ঘটনা শুনিয়া।

এক জ্যোতিষে জানায় তার বাড়ী গিয়া ॥
সে কোষ্ঠী বিচার করে বলিল তথায়।
মহাবীরের কোপে পড়েছে গো হেথায় ॥
তব গৃহে রাম নাম পাঠ হতেছিল।
পুত্র সেই নাম বন্ধ করে দিয়েছিল ॥
তাই পুত্রের দশা ঐরূপ হইয়াছে।
মহাবীরের কোপেতে সে যে পড়িয়াছে ॥
সেই দিন হতে নিত্য গৃহেতে সন্ধ্যায়।
রামায়ণ পাঠের ব্যবস্থা করা হয় ॥
তারপরে পুত্রের মাথা সারিয়া যায়।
এখন সে প্রফেসারী করে পুনরায় ॥

ইলা দেবী রামতরণ বাবুর ছোট মেয়ে।

রামতরণের ছোট মেয়ে নাম ইলা।
হামাগুড়ি দিয়া সে তখন করে খেলা।
প্রভুকে প্রণমিতে গেল রাম তরণ।
ছোট মেয়েটিকে সাথে লইয়া তখন ॥
প্রভুকে প্রণাম করে বলিল সেথায়।
মেয়েটি কৃপা হতে কেন বঞ্চিত হয় ॥
প্রথমে প্রভুজী কোন কথা নাহি কয়।
কিছু বাদে রামবাবু বলে পুনরায়।
বাবা, মেয়েটি কি কৃপা পাবে না হেথায়।
প্রভুজী সেথায় হাসিতে হাসিতে কয়।
দে আমার কাছে বলে কোলে তুলে লয়।
তৎপরে তার কানে প্রভুজী নাম দেয় ॥

চার বৎসর পরে শ্রীরামবাবু তারে।
বলে প্রভুজী মন্ত্র দেয় মনে আছে রে ?
কন্যা তখনি সেথায় বলা সুরু করে।
দুই অক্ষর বলিলে পিতা বলে তারে।
চুপ চুপ চুপ আর বলিস না কারে॥

শ্রীরামবাবুর স্ত্রী।

শ্রীরামতরণের স্ত্রী নৌকাতে আসিয়া।
প্রভুকে বলে সেথায় প্রণাম করিয়া॥
পুত্র ফেল করেছে অফিসে পরীক্ষায়।
তাই সেথায় সে প্রমোশন নাহি পায়॥
প্রভু বলে পরীক্ষা হবে না পুনরায় ?
শ্রীরামতরণের স্ত্রী বলিল সেথায়।
ছয় মাস পরে হবে যদি দিতে চায়॥
প্রভু বলে তোর কুছ্ ডর্ নহি হ্যায়।
পরীক্ষার কিছু আগে জানাবি আমায়॥
রামের স্ত্রী সময়ে প্রভুকে পত্র দেয়।
তৎপরে তাহার পুত্র প্রমোশন পায়॥

প্রভুজীর কৃপায় সরযু বাবার জীবনের শেষ দিন অবধি চোখে দেখিতে পান।

সরযু কয়েকদিন চোখে কম দেখে।
বই পড়িতে অসুবিধে হইতে থাকে।
তাই সেথা নিরালায় একা বসে ভাবে।
বৃদ্ধ বয়সেতে তার কিবা দশা হবে॥
বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গো যার চোখের সামনে।
সেখানে কর চিন্তা ফাঁকি দিবে কেমনে॥

প্রভু সরযু বাবাকে ডাকেন সেথায়।
বলেন কি চিন্তা কর বসিয়া তথায়॥
সরযু বলে পড়িতে অসুবিধা হয়।
কেমনে পড়ি ভাবছিনু বসি সেথায়॥
প্রভু বলে ভাব জ্ঞানচক্ষু কবে পাবে।
চক্ষু থাক নাহি থাক ভেবে কিবা হবে॥
সযু বলে ধর্ম্ম পুস্তক কেমনে পড়ি ?
তব আদেশ কেমনে বা পালন করি।
প্রভু বলে কি চক্ষু চাস তুই এখানে ?
যা চাইবি তাই পাবি থাকে যেন মনে॥
শ্রীসরযু বলে সেথা তব পায়ে পড়ি।
যতদিন বাঁচিব পড়িতে যেন পারি॥
তোর ইচ্ছা যখন তাই হোক এখন।
তব আশা মেটাবে রে রামনারায়ণ॥
বৃদ্ধ শ্রীসরযু দেহত্যাগের পূর্ব্বেতে।
আশ্রমে পুস্তক পড়িয়াছে দিবা রাতে॥

হিন্দুস্থান	কয়েকজন ভক্ত একদিন নৌকায়।
পাকিস্থান	পরস্পর আলোচনা করিছে তথায়॥
হইবার তিন	প্রভু বলে কোথাকার কথা হইতেছে।
বৎসর পূর্ব্বে	তারা বলে ঢাকার সম্বন্ধে হইতেছে॥
প্রভু আভাষ	প্রভুজী রাগিয়া বলে শোন তবে সবে।
দেন।	ঐ দেশের কথা হেথা কেহ না কহিবে।
	শীঘ্র ঐদেশ ম্লেচ্ছদের অধীনে যাবে॥

হিন্দুস্থান পাকিস্থান তার পরে হয়।
তিন বৎসর পূর্ব্বে প্রভুজী সেথা কয়॥

পুনরায় মন্দির করিবার জন্য বিশ্বনাথ বাবা টাকা সংগ্রহ করেন।

শ্রীবিশ্বনাথ পুনঃ মন্দির গড়িবারে।
সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা জোগাড় করে॥
প্রভু শুনি সে কথা রাগিয়া কন তথা।
শুন মোর কথা টাকা রাখিবে না হেথা॥
আমার মন্দির গড়িতে হবে না কারে।
ঐ টাকা ব্যয় কর শিব মন্দির গড়ে॥
লিখিয়াছি রামতরণের অধ্যায়েতে।
ওপার হতে প্রভুকে আনে এপারেতে॥
সে ঘটনা হয় ঠিক এই সময়েতে।
দেখে নিবেন রামবাবুর অধ্যায়েতে॥
নৌকা ভাড়া করার এক মাস পরেতে।
কথা পৌছিলে জি, ডি, বিড়লার কানেতে।
নৌকা মেরামত করে দেয় সেখানেতে॥

শ্রীকানাই বন্দ্যোপাধ্যায় তীর্থ যাত্রাকালে রাস্তায় অসুস্থ হয়ে পড়ে। ধীরেন দত্তের

শ্রীকানাই বন্দ্যোপাধ্যায় আসে কাশীতে।
বদরী ও কেদার যাইবার কালেতে॥
প্রভুকে ও বিশ্বনাথে দর্শন করিয়া।
যাত্রা করিলেন তীর্থে যাইবে বলিয়া॥
বদরীর কিছু আগে অসুস্থ হলেন।
সাথীরা সেথা তারে রেখে চলে গেলেন॥

সাহায্যে বদরী নারায়ণ দর্শন ও দেহত্যাগ।

সেথায় একা তিনি চিন্তায় পড়িলেন।
ধীরেন দত্ত বদরী যাইতেছিলেন॥
ইটালী বেনে পুকুরে ধীরেনের বাড়ী।
এখন আছে দেওঘরে গেরুয়া পরি॥
কানাইবাবু ধীরেনে সব বলিলেন।
ধীরেন দত্ত তাহারে আশ্বাস দিলেন॥
ভয় নাই আপনাকে বদরী দেখাব।
ব্যবস্থা যা করিতে হয় আমি করিব।
তৎপরে তাহারে বদরী লইয়া যান।
মন্দিরে যাবার পথে তিনি বাধা পান।
পাণ্ডারা বলিল রোগী ভিতরে যাবে না।
শ্রীধীরেন বলে তোমরা বাধা দিবে না।
যত টাকা চাও দিব ব্যবস্থা করিবে।
জেনো ভিতরে ব্রাহ্মণে নিয়ে যেতে হবে॥
তৎপরে পাণ্ডারা সকলে মিলে তাহারে।
বহন করিয়া গো নিয়ে গেল ভিতরে॥
পূজা দিয়া পরিক্রমা শেষ হলে পরে।
কানাইবাবু বলে নিয়ে চল বাহিরে॥
চাহি না গো মন্দির অপবিত্র করিতে।
তখনি তাহারে নিয়ে গেল বাহিরেতে॥
তাহার মুখে চরণামৃত দিলে পরে।
ওঁ উচ্চারণ করে ব্রাহ্মণ দেহ ছাড়ে॥
শ্রীবিশ্বনাথে ধীরেন টেলিগ্রাম করে।
প্রভু শুনি তথা পাঠায় বিশ্বনাথেরে।

বিশ্বনাথ সময়ে পৌঁছিতে নাহি পারে।
যেতে দেরি হয় পাহাড়েতে জল পড়ে॥
ধীরেন শেষ কৃত্য সর্ব্ব ব্যবস্থা করে।
ব্রাহ্মণের অস্থি ভাসান হইলে পরে॥
শ্রীবিশ্বনাথ বাবা পৌঁছায় তারপরে॥

প্রভু আদেশে বিশ্বনাথ বাবা দীক্ষা দান আরম্ভ করেন।

এখন প্রভু নিজে নাম দেন না কারে।
বিশ্বনাথ বাবা নাম দিতে শুরু করে॥
বলে প্রভু আদেশে নাম দিতেছি সবে।
গুরু আমি নয় প্রভুকে গুরু জানিবে॥

আশ্চর্য্য লীলাকথা।

আশ্চার্য্য লীলাকথা শুনগো সবে হেথা।
মিলিটারী প্রভুর চরণে রাখে মাথা॥
সেথা উনিশ'শ আটচল্লিশ সালেতে।
গঙ্গার জল ঠেলে উঠে বড় রাস্তাতে।
গভর্ণমেণ্ট নোটিশ দেয় সেখানেতে॥
কোন নৌকা যাইতে পারিবে না পারেতে।
গঙ্গার চারিধারে মিলিটারী পাহারা।
তুলসী ঘাটে তাঁবু ফেলিয়াছে তাহারা॥
তাদের বড় অফিসার হাজির আছে।
ও পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট ক্লেয়রে, ডে. আছে।

প্রভুর নৌকা পারে যায়। ১৩৫৪ সাল ইং ১৯৪৯ সন

লোক্যাল পুলিশ অফিসার সাথে আছে॥
বিশ্বনাথ দাঁড় টানে প্রভু বসে আছে।
নৌকা ধীরে ধীরে ও পারেতে চলিতেছে॥
তখন সবে গো রাত্রি তিনটা বেজেছে।

প্রভু শৌচকর্ম্ম সারিতে পারে চলিছে ॥
মিলিটারী চেঁচিয়ে বলে কে যায় সেথা।
উত্তর নাহি আসে নৌকা হইতে তথা ॥
তখন গুলি ছুঁড়িতে গো আদেশ হয়।
পুলিশ অফিসার সম্মুখেতে দাঁড়ায় ॥
বলে প্রভুজীর নৌকা যাইতেছে পারে।
মহাপুরুষকে গুলি কি করিতে পারে ॥
প্রভুজীও পারেতে মলমূত্র ত্যাজিয়া।
ফিরিতেছে যখন গেছে ভোর হইয়া ॥
মাঝ গঙ্গায় আসি নৌকা ঘুরিতে থাকে।
বিশ্বনাথ বাবা তখন বলে প্রভুকে ॥
দাঁড় টানা যায় না কি করিবে সেখানে।
ওপারেতে নৌকা নিয়ে যাইবে কেমনে ॥
প্রভু বলে মোর পাশে বোস দাঁড় ছেড়ে।
তুই দাঁড় ধরিলে কি নৌকা যেতে পারে ?
বসে হেথা রামনাম ভজপ্রাণ খুলে।
তালে তোর নৌকা আপনি যাবেরে চলে ॥
প্রভুর পাশে বসি রামনাম ভজিলে।
তখন নৌকা অসিঘাটে আপনি চলে ॥
মাঝ গাঙে নৌকা যখন ঘুরিতেছিল।
মিলিটারী অফিসার পুলিশে বলিল।
তোমার প্রভুজী এখন তলিয়ে গেল ॥
তৎপরে দেখে তারা দাঁড়েতে কেহ নাই।

ক্লেয়ার, ডে ও মিলিটারী প্রভুজীর শ্রীচরণে টুপি রাখেন

অথচ নৌকা ছোটে পশ্চিম দিকে ভাই ॥
গঙ্গার জল বহিছে উত্তর দিকেতে।
জল কেটে নৌকা ছুটিছে অসি ঘাটেতে।
মিলিটারী তখন আসে অসি ঘাটেতে।
ক্লেয়ার, ডে সাহেব সাথে ওঠে নৌকাতে।
জুতা নীচে রাখিয়া উঠে যায় নৌকাতে।
প্রভুর চরণে টুপি রাখে উভয়েতে ॥

দিন দিন প্রভুর শরীর ক্ষীণ হইতে থাকে।

ঐ সময় হইতে প্রভুর দিন দিন।
ক্রমশঃ হতে থাকে তাঁহার দেহ ক্ষীণ ॥
বিশ্বনাথের গুরুসেবা যারা দেখেছে।
তাহারা বলে স্বয়ং মহাবীর এসেছে ॥
পৃথিবীর ইতিহাসে এমন বিরল।
কেহ কি দেখেছ কভু এর জোড়া বল ?
প্রভুজীও বিশ্বনাথ বলিতে অজ্ঞান।
বিশ্বনাথে দেখে তাঁর ধড়ে আছে প্রাণ ॥
ঐ সময় প্রভুর কাছে যে যা চেয়েছে।
বিশ্বনাথের ইচ্ছায় সে তাই পেয়েছে ॥
প্রয়োজনে ধরেগো সবে বিশ্বনাথেরে।
বিশ্বনাথ মিটায় আশা বলে প্রভুরে ॥
বিশ্বনাথ সেবা করে কিন্তু দিন দিন।
প্রভুর শরীর সেথা হতে থাকে ক্ষীণ ॥

প্রভুজী পারে যাইতে অক্ষম

এর পরে প্রভু পারে যেতে নাহি পারে।
বাধ্য হয়ে সেথা মল মূত্র ত্যাগ করে ॥

বিশ্বনাথ মেটে সরা সেথা রেখে দেয়।
প্রভুজী মল ও মূত্র ত্যাগ করিবায় ॥
মলমূত্র ত্যাগ কালে প্রভু বলে সেথা।
মেরা বিশ্বনাথ আমরা এখন কোথা ॥
গোপাল আছেন মোর কোলেতে শুইয়া।
মলমূত্র ফেলিব ব্যাস কাশীতে গিয়া ॥
প্রভুজী মলমূত্র সেথা ত্যাজিলে পরে।
বিশ্বনাথ ফেলে আসে তখনি ওপারে ॥
কতবার ঠিক নাই যতবার করে ॥
বিরক্তি হইতে তারে কেহ দেখে নাই।
অলসতা কোনদিন স্পর্শ করে নাই ॥
দিনের পর দিন যায় গো সেখানেতে।
একভাবে প্রভুকে সেবিছে দিবারাতে ॥
প্রভু একদিন রাতে কহে বিশ্বনাথে।
সবে ঘুমায়ে যখন আছে সেখানেতে ॥
কিছু জানিবার থাকে জেনে নে এবারে।
এ দেহ ছাড়িয়া মোরে যেতে হবে ঘরে ॥
শ্রীবিশ্বনাথ কাঁদিয়া বলে সেখানেতে।
আমি পড়ে রব কার তরে এখানেতে ॥
দিন কাটে মোর সদা তব সেবা করে।
কি করিব হেথা কি আশাতে রব পড়ে ॥
সেথা কহে প্রভু বুঝাইয়া বিশ্বনাথে।
এ দেহ ছাড়িয়া রহিব তোর দেহতে ॥
যতদিন রবেরে তোর ঐ দেহ ভবে।

তাতে তোর ভাল ছাড়া মন্দ নাহি হবে ॥
যখন যে কোন প্রয়োজন তোর হবে।
মোর স্মরণে তোর ইচ্ছা পূর্ণ হইবে ॥
স্থূল দেহে নাহি রবে প্রভুজী ধরাতে।
বলেন বিশ্বনাথে সকলে জানাইতে ॥
বিশ্বনাথ তখন সবে সংবাদ দেয়।
একে একে আসে সবে অসিতে নৌকায় ॥
এই ভাবে এক সপ্তাহ কাটিলে পরে।
প্রভু স্থানীয় সবে ডাকায় তারপরে।
দেহ রাখিবার দিন সকালেতে ডাকে।
মহারাজা শোবেল, রাণী সুরগুজাকে ॥
ভক্তমণ্ডলী ও বিশিষ্ট পণ্ডিতগণ।
একে একে সকলে এসে হাজির হন ॥
সেথা সেদিন প্রভু সকলের সাক্ষাতে।
বিশ্বনাথ বাবারে বসালেন গদিতে ॥

শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ বাবাকে গদিতে অভিষেক ও প্রভুজীর নশ্বর দেহ ত্যাগ ১৩৫৫ সাল

মালা ও চন্দন দিয়া অভিষেক করে।
প্রভু বলিলেন জগৎ উদ্ধারের তরে ॥
মম সর্ব্বশক্তি দিলাম বিশ্বনাথেরে।
বিশ্বনাথ ছাড়া এই শক্তি দিব কারে।
আর কেহ এ শক্তি ধরিতে নাহি পারে ॥
প্রভু কাঁপিতে কাঁপিতে হস্ত উর্দ্ধে তুলে।
বিশ্বনাথের মাথায় হাত রেখে বলে ॥

মোর বিশ্বনাথ তুই রাজা বিশ্বনাথ।
ওরে তুই স্বয়ং কাশীর শ্রী বিশ্বনাথ॥
তবু শোন তোরে নানা কষ্ট ভোগ করে।
এক বরষ থাকিতে হবে ধৈর্য্য ধরে॥
উক্ত সময় অতীত হইলে তৎপরে।
বিশ্ব শান্তি হবে তোর ইচ্ছার উপরে॥
বারটা বাজিল সেইদিনের উৎসবে।
তৎপরে প্রভু সেথায় বলিলেন সবে।
আজি রাতে মোরে এ দেহ ছাড়িতে হবে।
কিছু জানিবার থাকে জেনে নাও সবে॥
কি জানিবে সেথা সবে চোখে জল ঝরে।
গলা শুকায়ে যায় গো মুখ নাহি নড়ে।
ভিতরেতে সকলের জিভ্ টেনে ধরে॥
আসে সবে দেখে প্রভুকে নৌকা উপরে।
প্রভুজী চলে যাবে আজ সবারে ছেড়ে॥
এর চেয়ে দুঃখ আর কিবা হতে পারে।
সারা দিন কেটে গেল সন্ধ্যা নেমে এল।
ক্রমশঃ কালো মেঘ ঘন হতে লাগিল॥
সারাদিন নাম চলে সেদিন সেখানে।
যোগবাশিষ্ঠ পাঠ করে সেথা ব্রাহ্মণে॥
ক্ষীণ আওয়াজ ওঁ রাম সকলে শোনে।
তখনি হায় হায় রব ওঠে সেখানে॥
পয়লা জুলাই উনিশ উনপঞ্চাশ।
ছাড়িলেন প্রভুজী সেথা শেষ নিঃশ্বাস॥

আষাঢ় শুক্লা ষষ্ঠী চলে অমর ধামে।
রামে রাম মিলে দেহ ছাড়ি ধরা ধামে॥
এগারটা বেজে ত্রিশ মিনিট হয়।
সে রাত্রিরের বর্ণনা কি করি হেথায়॥
হস্ত কাঁপিয়া সেথা লেখনী পড়ে যায়।
বলিবার ভাষা যে নাহি পাওয়া যায়॥
মাঝে মাঝে ক্ষীণ গলা সেথা শোনা যায়।
হায় হায় হায় প্রভু আজ চলে যায়॥
এই খানেতে ইতি করা উচিত ছিল।
শেষ কৃত্য দেখাইতে মন যে চাহিল॥
পরদিন অবধি তাই জের টানিব।
শেষ কৃত্য দেখাইয়া গো ইতি করিব॥
ভোর হতে না হতে ভিড় বাড়িতে থাকে।
আসে সবে সেখানেতে চারিদিক থেকে॥
ওপারেতে খেয়াঘাট রেল ষ্টেশনেতে।
বাস ষ্ট্যাণ্ড, মেন রোড, অলিতে গলিতে॥
যেখানে দেখ লোকে লোকারণ্য সেথায়।
আগন্তুকে জিজ্ঞাসে অসি ঘাট কোথায়॥
ধূলা ছাড়া আর কিছু নাহি দেখা যায়।
অপর পাড় হতে যেন গো মনে হয়॥
আগুন লাগিয়াছে ধোঁয়া উঠে সেথায়।
ভিড় বাড়ে সেখানেতে যত বেলা হয়॥
পাথরের সিন্দুকে প্রভুকে বসাইয়া।
তৎপরে যাত্রা করিল নৌকা সাজাইয়া॥

যাত্রা করিতে এগারটা বাজিয়া যায়।
কাশীর যে কোন মহাত্মা আসে সেথায়।
মা আনন্দময়ী নিজ ঘাটেতে দাঁড়ায়।
প্রভুজীকে তিনি নিজে সেথা মালা দেয়॥
মায়ের ভক্তেরা সবে সেথা দাঁড়াইয়া।
নাম করে খোল করতাল বাজাইয়া॥
নৌকা চলিছে ঘাটের কিনারা হইতে।
মালা দেয় নৌকাতে সব ঘাট হইতে॥
যায় পঞ্চ গঙ্গা হয়ে মণিকর্ণিকায়।
প্রভুজীর দেহ সহ সিন্ধুক ভাসায়॥
সাথে সাথে বিশ্বনাথ জলেতে ঝাঁপায়।
তৎপরে সবে মিলে তারে তোলে নৌকায়॥
মণিকর্ণিকায় সর্ব্বকার্য্য শেষ হলে।
পাঁচটা বাজিয়াছে দেখে ঘড়ি সকলে॥
হরিহর লীলাগীতি করি হেথা ইতি।
প্রণমিয়া প্রভু শ্রীপদে করি মিনতি॥
প্রভু তব ভক্তগণ তোমারি কৃপায়।
তব শ্রীপাদপদ্ম সদা পূজিতে পায়॥
নিত্য পড়িলে হরিহরের লীলাগীতি।
পাঠক ও শ্রোতাদের কিবা হবে গতি॥
কলির কবলে তারে পড়িতে হবে না।
দুঃখ তাড়না তারে কি করিবে বল না॥
প্রারব্ধ করিয়া খণ্ডন সে ধরা হতে।
হরিহর শ্রীচরণ পাবে অন্তিমেতে॥

সদা ভজ মম মন হরিহর নারায়ণ।
লয়ে শরণ সদ্‌গুরু বিশ্বনাথ চরণ॥

—০:০—

ভজন

ভগবান হরিহর প্রেমভক্তি দাতা।
সর্ব্বপাপ ভঞ্জন তুমিত জগৎ ত্রাতা॥
তুমি ভ্রমতমোনাশক ভাগ্যবিধাতা।
তব চরণ শরণে ঘুচে সর্ব্ব ব্যথা॥
তুমি করুণার অবতার বিশ্ববিধাতা।
ভবপারের কাণ্ডারী সর্ব্বজ্ঞাতা॥
দীনজন পালক জয় মঙ্গল দাতা।
হেচির শুভ সাধক ত্রিভুবন ত্রাতা॥
তব চরণ সদা যেন রহে স্মরণে।
আশীষ কর শিবে জীবের মুক্তিদাতা॥

—০:০—

হরে গুরু বিশ্বনাথ প্রভু হরিহর হরে
ব্রহ্মনারায়ণ হরে হরেকৃষ্ণ রামহরে॥
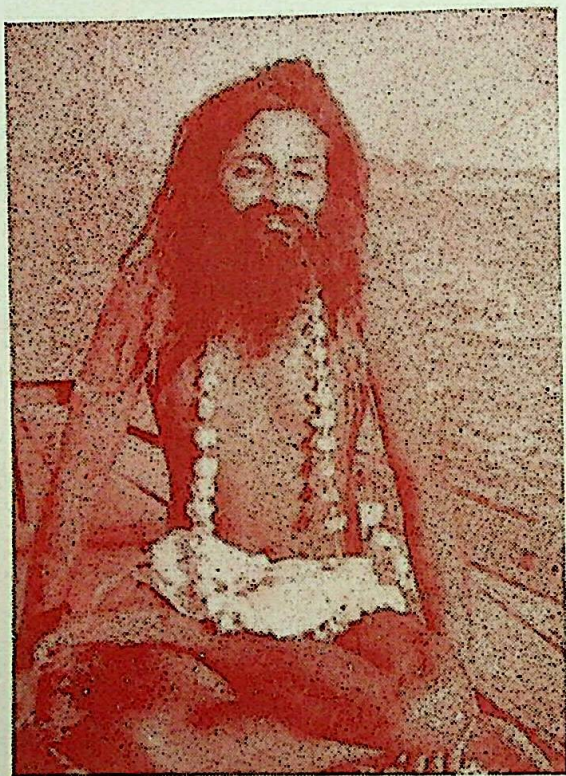
পরমহংস শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ বাবা

গুরু কৃপাহি কেবলম্

আজি শুভ নব বরষের আগমন জানি,
তব কৃপায় প্রকাশিলে অমূল্য অমৃত জীবনী।
ভগবান শ্রীশ্রীহরিহরের লীলা গীতাখানি॥
প্রভু দাঁড়ায়ে তুয়ারে হরষিত অন্তরে
তুহারি পূত করে ভক্তি অর্ঘ্য দিবা তরে॥
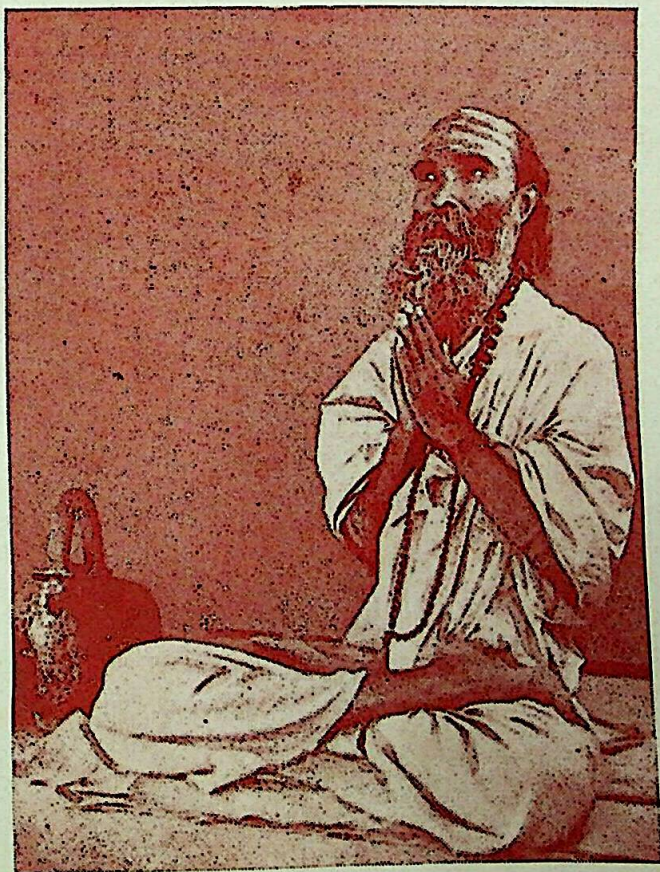
স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী (শিববাবা)

ওঁ

মহিম্ন স্তোত্রের অনুকরণে

হরি ওঁ

গণেশের ধ্যান

সর্ব্বভূতসেবিত গজশুণ্ড শোভিত
সুমিষ্ট ফল দেয় গো আহুতি ভকত,
তুমি ত সর্ব্ববিঘ্ন নাশক উমাসুত
তব পদে সদা যেন মন রয় রত ॥

১। তোমার মহিমা অজ্ঞে কি করিবে বর্ণনা,
দেবগণ যার মহিমা বর্ণিতে পারে না।
বিধিমতে স্তব যদি শুদ্ধ করিতে হয়।
কৃপা করে নিজগুণে শুদ্ধ কর হেথায় ॥

২। তোমার মহিমা বাক্য মনের অগোচর।
বেদও তোমার মহিমা বর্ণিতে অপার ॥
তব সর্ব্বগুণ কেহ জানিতে নাহি পায়।
যাকে যা জানাও সে পূজে তেমনে তোমায় ॥

৩। সুরগুরু মুখবাণী তোমায় শোভা পায়।
সর্ব্ববেদ নির্ম্মাণ তুমি কর কৃপাময় ॥
তব গুণ কীর্ত্তনে মন প্রাণ মাতি রয়।
মম বাণী পবিত্র হয় যেন দয়াময় ॥

৪। সৃষ্টি স্থিতি লয় তুমি ত কর দয়াময়।
তিন গুণে তিন দেহ ধারণ কর তায় ॥

কেহ বা তব ঐশ্বর্য্য খণ্ডন করিবায়।
চেষ্টা করি শেষে বিফল মনোরথ হয়॥

৫। কোন কোন হতভাগ্য কভু মোহ বশত,
তব মায়া না বুঝে কুজাল বিস্তারে রত॥
তুমি কিভাবে কি কর্ম্ম কর বিশ্বের তরে।
না জেনে গো-পৃথক করে ঈশ্বরে তোমারে॥

৬। সম্ভব হইত কি সৃষ্টি ঈশ্বর ব্যতীত,
তাহ'লে ভবে সামগ্রী কিরূপ বা হইত॥
মূঢ় ও গর্ব্বিত মানবে অবিদ্যা বশতঃ।
তোমার মহিমা সম্বন্ধে সন্দিহান রত॥

৭। বেদান্ত, সাংখ্য, যোগ শাস্ত্র, পশুপতি মত,
বৈষ্ণব মত বিদ্যমান আছে সর্ব্বপথ॥
যে যার বিবেক অনুযায়ী তোমায় দেখে।
কিন্তু অন্তিমে সকলে তোমায় পেয়ে থাকে॥

৮। ব্যাঘ্রচর্ম্ম, ছাই, শবদাহ কাষ্ঠ কুঠার,
সর্প ও নরকপাল পরিচ্ছদ তোমার।
দেবগণের সর্ব্ব ঐশ্বর্য্য তব কৃপায়।
মৃগতৃষ্ণা বিষয়ে জ্ঞানী লিপ্ত নাহি হয়॥

৯। কাহার মতে নিত্য কাহার মতে অনিত্য,
কেহ বা বলে নিত্য অনিত্য উভয় তত্ত্ব।
হইগো আশ্চর্য্য নানা মুনির নানা মতে,
তবু আনন্দিত হই তব স্তব করিতে॥

১০। তব মাহাত্ম্য বুঝিবায় ব্রহ্মা উর্দ্ধে যায়।
অধোদেশে হরি গিয়া বুঝিতে নাহি পায়॥

পরে ভক্তিভরে স্তব করে বুঝিতে পায়।
প্রভু তব সেবা কভু নিষ্ফল নাহি হয়॥

১১। রাবণ নিজ মস্তক পদ্মফুলের ন্যায়।
দিল গো ভক্তি ভরে তব চরণ তলায়॥
অটল ভক্তির প্রভাবে তব কৃপা পায়।
প্রভু তাইত করিল সে ত্রিভুবন জয়॥

১২। রাবণ বলান্বিত হইলে তব কৃপায়।
গিরি কৈলাসেরে লঙ্কায় নিয়ে যেতে চায়।
পর্ব্বত কাঁপিলে তুমি পদ সেথা চাপিলে।
প্রাণে বাঁচিল তোমায় প্রতিষ্ঠা ছিল বলে॥

১৩। ইন্দ্রের সম্পত্তি তুল্য নাহি ত্রিভুবনে।
বাণ অধোদেশে পাঠায় তারে তুচ্ছ জ্ঞানে॥
তোমার সেবকেরা কভু দুঃখ নাহি পায়।
ব্রহ্মাণ্ডে তাদের অসাধ্য কিছু নাহি রয়॥

১৪। সমুদ্রমন্থনে বিষ উঠেছিল যখন।
তব শরণ নিলে দেবতা অসুরগণ॥
ব্রহ্মাণ্ড রক্ষা করিতে করিয়া বিষপান,
নীলকণ্ঠ নাম নিলে তুমি সেই মহান॥

১৫। দেব দানব নর কেবা আছে শক্তি ধরে।
কামদেবের বাণের কাছে দাঁড়াতে পারে।
যখনি সে যুদ্ধ চায় তোমাকে তুচ্ছ জ্ঞানে।
তখুনি সে শক্তিধর ভস্ম হয় সেখানে॥

১৬। তব পদাঘাতে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড হয় ভীত।
অন্তরীক্ষ লোক গ্রহেরা হয় নিপীড়িত॥

বিতাড়িত জটা দ্বারা স্বর্গ ও ত্রুঃস্থ হয়।
তব অনুকূল বিভূতি প্রতিকূল হয়॥

১৭। তব শিরে আকাশ ব্যাপী গঙ্গা প্রবাহিত।
নক্ষত্রগণ ও ছায়াপথ তাতে শোভিত॥
স্বর্গঙ্গা জগৎকে বেষ্টন করিয়া শোভিছে।
তব দেহের অসীম মহিমা প্রচারিছে॥

১৮। পৃথ্বী, রথ, সারথী ব্রহ্মা চক্র মেরু গিরি।
সূর্য্য, চন্দ্র ও চক্রপাণি, বিষ্ণু শর করি।
তৃণ তুল্য ত্রিপুরাসুরে বধে আয়োজন।
প্রভু এ সবে তব কিবা ছিল প্রয়োজন॥

১৯। হাজার আট পদ্ম বিষ্ণু তব পদে দেয়।
একদিন এক পদ্ম কম দেখি তথায়।
সে নিজ চক্ষু পদ্ম সম তব পদে দিলে।
বিশ্ব পালিতে সুদর্শন চক্র তারে দিলে॥

২০। ঈশ্বর পূজা বিনে কোন ফল নাহি হয়।
যজ্ঞ শেষে ফল দান তুমি কর সবায়॥
তাইতে সকলে ফল দাতা জেনে তোমায়।
শ্রদ্ধা পরায়ণ হইয়া তব স্তুতি গায়॥

২১। প্রজাপতি দক্ষ স্বয়ং যে যজ্ঞে কর্ত্তা রয়।
হোথা সেথা ঋষিরা সুরগণ সবে রয়।
সে যজ্ঞ তুমি ত বিনাশ কর দয়াময়।
শ্রদ্ধাহীন যজ্ঞকারীর সম ফল হয়॥

২২। ব্রহ্মা কামে মত্ত হইয়া নিজ দুহিতায়।
মৃগরূপে অভিগমন করিতে গো যায়।

তখন শর ছাড় তুমি তারে বধিবায়।
সেথা তব ভয়ে মৃগ নক্ষত্ররূপে রয়॥

২৩। গৌরীকে সামনে রাখি তব ধ্যান ভাঙ্গালে।
কামদেবকে সামনে দেখে ভস্ম করিলে॥
যদি অর্দ্ধাঙ্গিনী তোমায় স্ত্রৈণ মনে করে।
কিন্তু তব মহিমায় তোমায় ভক্তি করে॥

২৪। শ্মশানেতে কর ক্রিয়া পিশাচ সহচর।
ভস্মলেপন, নরশির অস্থি গলে হার॥
যদিও সমস্ত অমঙ্গল চিহ্ন গো ধর।
কিন্তু তব সেবকের সদা মঙ্গল কর॥

২৫। তুরীয় চৈতন্য মন অবরুদ্ধ করিয়া।
যথাশাস্ত্র প্রাণায়ামেতে কুম্ভক করিয়া।
আত্মতত্ত্ব করে আয়ত্ব আনন্দিত হয়।
তুমিই সেই পরমাত্মারূপী দয়াময়॥

২৬। তুমি সর্ব্বদেব, গ্রহ, ঋতু, আকাশ, জল,
তুমিই যজমান, আত্মা ও ধরণীতল।
অনেকে পরিচ্ছন্ন করে দেখায় তোমায়।
আমি জানি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে তুমি সর্ব্বময়॥

২৭। তব তুরীয় ধাম অ, উ, ম, যুক্ত ওঁকারে।
নাদরূপে সূক্ষ্ম মাত্রায় প্রতিপন্ন করে।
ভূ, ভুব, স্ব ভূবন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর।
জগৎ স্বপ্ন আর সুষুপ্তি তিন বৃত্তিধর॥

২৮। ভব, সর্ব্ব, রুদ্র, পশুপতি, উগ্র, ঈশান।
মহাদেব, ভীম, তব নামাষ্টক মহান॥

অষ্ট নামের বেদও করে প্রতিপাদন।
প্রণমিছ নিজেকে শুনে মনে হয় যেন॥

২৯। নমো নির্জন বিহারী স্বর্গবাসীরে নমঃ।
নমো মদন ভষ্মকারী ভূমাকেও নমঃ।
নমো আদিপুরুষায় চিরস্থায়ীকে নমঃ।
নমো ব্রহ্মাণ্ড, জগতাতীত তোমায় নমঃ॥

৩০। সৃষ্টিময়, রজোগুণ ভব তোমায় নমঃ।
পালনকারী সত্ত্বগুণায় মৃঢ়ায় নমঃ।
বিনাশকারী তমোগুণময় হরে নমঃ।
আদি ত্রিগুণাতীত শিবরূপী নমো নমঃ॥

৩১। ক্লেশ বশ মম চিত্ত অবিদ্যা বশীভূত।
তোমার নিত্য অখণ্ড মহিমা গুণাতীত,
এই চিন্তায় ভীত হৃদয়ে ভক্তি আমার,
দিনু তব চরণে বাক্য পুষ্প উপহার॥

৩২। সমুদ্র যদি পর্ব্বত সমান কালি হয়।
কল্প গুচ্ছ লেখনী কাগজ পৃথিবী হয়;
সরস্বতী স্বয়ং চিরকাল লিখে যান,
তথাপি শেষ নাহি হবে তব গুণগান॥

৩৩। হে চন্দ্র শেখর, অসুর, দেব, মুণিগণ,
নির্গুণ ঈশ্বরের গুণগাণে রত রন।
শ্রেষ্ঠ গন্ধর্ব্ব পুষ্পদন্ত বহুগুণীগণ,
তব অতি মনোহর ছন্দ গাহিয়া যান।

৩৪। যিনি স্তব্ধ চিত্তে পরম ভক্তি সহকারে;
সর্ব্বক্ষণ শিবিরে এই স্তোত্র পাঠ করেন।

সে পরকালে শিবলোকে রুদ্রতুল্য হয়,
ধনশালী পুত্রবান ও কীর্ত্তিবান হয়॥

৩৫। দীক্ষাদান, তীর্থে তপ হোম যাগ করিলে,
মহিম্নের ষোলর একাংশও নাহি মেলে।

৩৬। এই স্তোত্র আদি অন্ত ঈশ্বরেব বর্ণনা,
গন্ধর্ব্বের ইহা অতি মনোহর রচনা।

৩৭। মহেশ শ্রেষ্ঠ দেব মহিম্ন শ্রেষ্ঠতর যে,
অঘোর শ্রেষ্ঠ মন্ত্র গুরুই শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব যে।

৩৮। সমস্ত গন্ধর্ব্বের পতি পুষ্পদন্ত যিনি।
চন্দ্রমা শিখর দেবের দাস হন তিনি॥
শিবের রোষে নিজের মহিমা ভ্রষ্ট হন।
তখন দিব্য মহিম্ন স্তব পাঠ করেন॥

৩৯। দেবতা, মুনি; পূজে স্বর্গ মোক্ষ পেতে চায়,
সে জন সদা মনে প্রাণে পাঠে রত রয়।
কিন্নরগণ তারে শিব কাছে নিয়ে যায়।
পুষ্পদন্তের এই স্তবটী শ্রেষ্ঠ ধরায়॥

৪০। পুষ্প দন্তের মুখ হতে বিনিঃসৃত হয়।
এ স্তোত্র হরপ্রিয়, সর্ব্বপাপ নাশ হয়॥
কণ্ঠস্থ করে একাগ্রহে পাঠে রত রন।
দেবাদি দেব তাহার প্রতি সদয় হন॥

৪১। এই বাক্য পূজা তব পদে করি অর্পন,
হে সদাশিব দেবাদিদেব প্রীত হউন।

৪২। হয় যদি মাত্রাহীন, ভ্রষ্ট পদ অক্ষর,
কৃপাময় সদয় হয়ে তুমি ক্ষমা কর॥

৪৩। হরিইজগৎ এবং জগতই যেন হরি।
জগৎ কভু নয় যেন স্বতন্ত্র হতে হরি ॥
এইরূপ যার প্রতীতি হবে পরম গতি।
ভব সাগর হইতে হবে উদ্ধার প্রাপ্তি ॥

—০—

এই স্তোত্র পাঠে যদি কিছু সুফল হয়।
বিশ্বকল্যাণতরে দেবাদিদের হেথায়।
ভক্তিভরে তব পদে দিলাম দয়াময়।
শিবে যদি কিছু দিতে চাও গো কৃপাময়।
সদা যেন শুদ্ধ ভক্তি তব চরণে রয় ॥
নিম্নের স্তোত্রটি পাঁচবার পাঠ করিবে।

—০—

ওঁ মহাদেব, শিবশঙ্কর, শম্ভো, উমাকান্ত, ত্রিপুরারি ॥
মৃত্যুঞ্জয়, বৃষভধ্বজ, শূলধারী, আদিদেব, মদনারি।
হর শিব শঙ্কর, গৌরীপতি, রুদ্র, পশুপতি গঙ্গাধারি,
ঈশান ও কলুষ হারী, কাশীপুরীশ্বরের বন্দনা করি ॥
হে শম্ভো, হে শিব, হে গৌরী শঙ্কর, জয় হোক তোমারি
হে শম্ভো, হে শিব, হে গৌরীশঙ্কর, জয় হোক তোমারি ॥

ওঁ তৎ সৎ

১০৮ শ্রীরামনাম সংকীর্ত্তন

শ্রীনাথে জানকীনাথে নাহি ভেদাভেদ।
তথাপি মম সর্ব্বস্ব রাম কমল লোচন ॥

—::—

গুরু বন্দনা

নমো নমো নিত্য শুদ্ধ স্বপ্রকাশ নিরাকার নিরঞ্জন।
নিত্যবোধ স্বরূপ চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ
যাঁহার স্মরণ করিবামাত্র সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয়।
যাঁহার স্মরণে সর্ব্বদেবতাকে স্মরণ করা হয়।
যিনি প্রাণের প্রাণ সেই পরমারাধ্য
শঙ্কররূপী জ্ঞানময় গুরুদেবকে নমঃ ॥

স্তব

নমো নমঃ সর্ব্ব বিদ্যাদায়িনী মহাসরস্বতীকে নমঃ
নমো নমঃ সর্ব্ববুদ্ধি, সিদ্ধিদাতা গণেশায় নমঃ।
নমো নমঃ সর্ব্বদেব পূজিত দেবাদিদেব মহাদেবায় নমঃ ॥
নমো নমঃ সর্ব্বমঙ্গল দায়িনী দুর্গতি নাশিনী দুর্গাকে নমঃ
নমো নমঃ রামনাম প্রচারক কবিগুরু বাল্মীকিকে নমঃ।
নমো নমঃ সর্ব্বসঙ্কট মোচনকারী রামভক্ত হনুমতে নমঃ।
নমো নম রাম অনুজ ধনুধারী লক্ষ্মণদেহধারী
অনন্ত দেবায় নমঃ।
নমো নমঃ সর্ব্বকল্যাণ বিধায়িনী আদিশক্তি
মাতঃ জানকীকে নমঃ ॥

নমো নমঃ দেবাদিদেবের পূজনীয় ধনুধারী
রামনামধারী হরিকে নমঃ ॥
যার কাছে রাজসিংহাসন বনবাস সমান।
সেই নরশ্রেষ্ঠ সূর্য্যবংশের রাজা রাঘব
রামচন্দ্রের শরণাপন্ন হইয়া জানাইতেছি,
হে দশরথ তনয় সূর্য্যবংশের রঘুচূড়ামণি
রামরূপধারী মঙ্গলময় দেবতা,
তুমি তোমার ভক্তদের মঙ্গল বিধান কর ॥

প্রার্থনা

হে প্রাণ রামনারায়ণ লইনু তব শ্রীচরণ শরণ,
বিশ্বের সঙ্কট করহে মোচন হে নাথ
রঘুকুলপতি সর্ব্বজন প্রাণ ॥
তব শত অষ্টনাম গাহিবে বা শুনিবে
যে জন।
তার শত জনমের পাপ কৃপা করে করহে মোচন ॥
এই আশীষ করগো শিবে, মোর পরমারাধ্য
গুরুদেব পরমহংস শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ
বাবার আদেশে
তৎপরম পূজ্য ভগবান শ্রীশ্রীহরিহর বাবার
ইচ্ছা করিতে পূরণ, যেন যুগে যুগে
গাহিতে পারি তব নামগান ॥

———

ওঁ নমঃ শ্রীসীতা লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন ও হনুমান সমেত
শ্রীরামচন্দ্র পরমব্রহ্মণে নমঃ

ঃ বালকাণ্ড ঃ

১। তুমি শুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপ রাম
২। কালরূপী পরমেশ্বর রাম
৩। অনন্ত নাগদেহে নিদ্রিত রাম
৪। ব্রহ্মাদিদেবের প্রার্থিত রাম
৫। সূর্য্য বংশের ভূষণ রাম
৬। কৌশল্যা সুত গোপাল রাম
৭। দশরথ পুত্র বালক রাম
৮। লক্ষণ ভরত শত্রুঘ্নের রাম
৯। শ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ তব গুরু রাম
১০। বিশ্বামিত্রের প্রিয় তুমি রাম
১১। তাড়কাবধ করেছিলে রাম
১২। মারীচাদিকে বধেছিলে রাম
১৩। বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ রক্ষক রাম
১৪। অহল্যা উদ্ধার করেছিলে রাম
১৫। গৌতম তব পদ পূজেছিল রাম
১৬। মাঝি তব চরণ ধুয়েছিল রাম
১৭। মিথিলা বাসীরে মোহিতকারী রাম
১৮। জনককে খুসী করেছিলে রাম
১৯। হরধনু তুমি ভেঙেছিলে রাম
২০। সীতা গলে মালা দিয়েছিল রাম
২১। সীতাকে পাইয়া খুসী ছিলে রাম

২২। ভার্গব দর্প নাশকারী রাম

ঃ অযোধ্যা কাণ্ড ঃ

২৩। অযোধ্যা পালক রাজা রাম
২৪। বহুগুণে ভূষিত তুমি ছিলে রাম
২৫। পূর্ণচন্দ্র লাগি তব মুখ রাম
২৬। পিতৃসত্য রক্ষার্থে বনবাসী রাম
২৭। গুহককে কৃপা করেছিলে রাম
২৮। গুহক তব পদ পূজেছিলো রাম
২৯। ভরদ্বাজ মুণিগণ খুসী ছিল রাম
৩০। চিত্রকূটে বাস করেছিলে রাম
৩১। তব চিন্তায় দশরথ প্রাণ দিল রাম
৩২। ভরত ফেরাতে চেয়েছিল রাম
৩৩। পিতার শ্রাদ্ধ করেছিলে রাম
৩৪। ভরতে পাদুকা দিয়েছিলে রাম

ঃ অরণ্য কাণ্ড ঃ

৩৫। দণ্ডকারণ্য পবিত্রকারী রাম
৩৬। বিরাত রাক্ষসে বধেছিলে রাম
৩৭। শর, সুতীক্ষ্ণ পূজেছিল রাম
৩৮। অগস্ত্যের কৃপা পেয়েছিলে রাম
৩৯। পক্ষী জটায়ুর সেবিত রাম
৪০। পঞ্চবটীতে সুখে ছিলে রাম রাম
৪১। সূর্পনখা নাসা ছেদনকারী রাম

৪২। খর ও দূষণের বধেছিলে রাম
৪৩। মায়ামৃগ অনুসরণকারী রাম
৪৪। মারীচে উদ্ধার করেছিলে রাম
৪৫। সীতার অন্বেষণ করেছিলে রাম
৪৬। জটায়ুর সদ্‌গতি করেছিলে রাম
৪৭। শবরীর ফল তুমি খেয়েছিলে রাম
৪৮। কবন্ধ বায়ু ছেদনকারী রাম

ঃ কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড ঃ

৪৯। হনুমান তব পদ পূজেছিল রাম
৫০। গর্ব্বিত বালীকে বধেছিলে রাম
৫১। সুগ্রীবে রাজা করেছিলে রাম
৫২। বানর দূত প্রেড়নকারী রাম

ঃ সুন্দর কাণ্ড ঃ

৫৩। লক্ষ্মণ সদা তব সাথে ছিল রাম
৫৪। হনুমান তব কাজে রত ছিল রাম
৫৫। হনুমানের বিঘ্ন নাশক রাম
৫৬। তুমি সীতার প্রাণ রক্ষক রাম
৫৭। রাবণ তব নিন্দা করেছিল রাম
৫৮। হনুমান কর্ত্তৃক প্রসংশিত রাম
৫৯। সীতা বীরে কাক কথা বলেছিল রাম
৬০। সীতা হনুকে চূড়া দিয়েছিল রাম
৬১। সীতা খোঁজ হনু এনেছিল রাম
৬২। রাবণ বধিতে যাত্রাকারী রাম

ঃ লঙ্কাকাণ্ড ঃ

৬৩। বানর সৈন্য তব সাথে ছিল রাম
৬৪। সমুদ্র পদার্চ্চনা করেছিল রাম
৬৫। পাথরের সেতু বেঁধেছিল রাম
৬৬। রামেশ্বর প্রতিষ্ঠাকারী রাম
৬৭। বিভীষণে আশ্রয় দিয়েছিলে রাম
৬৮। তরনীকে বধিয়া কেঁদেছিলে রাম
৬৯। কুম্ভকর্ণ শিরশ্ছেদনকারী রাম
৭০। রাক্ষস কুলনাশ করেছিলে রাম
৭১। অহি মহী তোমায় হরেছিল রাম
৭২। দশাননে তুমি বধেছিলে রাম
৭৩। সর্ব্বদেবতা তব স্তবে রত রাম
৭৪। সূক্ষ্মদেহে দশরথ দেখেছিল রাম
৭৫। সীতা উদ্ধারে খুসী হয়ে ছিলে রাম
৭৬। বিভীষণে রাজা করেছিলে রাম
৭৭। পুষ্পক রথে অযোধ্যাগামী রাম
৭৮। ভরদ্বাজ তব সেবা করেছিল রাম

ঃ অযোধ্যাকাণ্ড ঃ

৭৯। ভরত আনন্দ পেয়েছিল রাম
৮০। অযোধ্যার ভূষণ তুমি ছিলে রাম
৮১। আত্মীয়জন তোমায় পূজেছিল রাম
৮২। রত্ন সিংহাসনে বসেছিলে রাম
৮৩। তব রাজ অভিষেক হয়েছিল রাম
৮৪। সকল রাজা সম্মান দিয়েছিল রাম

৮৫। বিভীষণ আনন্দ দিয়েছিল রাম
৮৬। কপিগণে কৃপা করেছিলে রাম
৮৭। তুমি সকল প্রাণীর রক্ষক রাম
৮৮। ত্রিলোকের আধার স্বরূপ রাম
৮৯। মুণিগণ স্তব স্তুতি করেছিল রাম
৯০। রাবণের জন্ম কথা শুনেছিলে রাম
৯১। সীতাকে আলিঙ্গন করেছিলে রাম
৯২। রঘুকুল পতি প্রজাপালক রাম
৯৩। সীতাকে নির্ব্বাসিত করেছিলে রাম
৯৪। লবনাসুর বধে আদেশকারী রাম
৯৫। শম্বুক তব স্তুতি করেছিল রাম
৯৬। কুশীলবে দেখে খুসী হয়েছিলে রাম
৯৭। অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলে রাম
৯৮। কাল তব শরণ নিয়েছিল রাম
৯৯। অযোধ্যাবাসীর মুক্তিদাতা রাম
১০০। দেবগণ আনন্দ দিয়েছিল রাম
১০১। পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময় স্বরূপ রাম
১০২। ভব বন্ধন খণ্ডনকারী তুমি রাম
১০৩। ধর্ম্মসংস্থাপনে তৎপর রাম
১০৪। ভক্তগণের মুক্তিদাতা রাম
১০৫। তুমি বিশ্বচরাচর পালক রাম
১০৬। ভব ব্যাধি নিবারণ কর তুমি রাম
১০৭। বৈকণ্ঠ ধামে তুমি বাস কর রাম
১০৮। নিত্যানন্দ স্বরূপে বিরাজিছ রাম

—০—

জয় রঘুনন্দন জয় শ্রীরাম

জয় জানকীনাথ জয় শ্রীরাম

—প্রার্থনা—

ভবভয়হারী মঙ্গলকারী দশরথতনয় রাম
জয় মা জানকী জয় সীতাপতি জয় জয় রাঘব রাম ॥
মঙ্গলকর প্রভু মঙ্গলময় সঙ্গত শুভকর রাম
আনন্দ ঘন অমৃত বর্ষক আশ্রিতে রক্ষাকারী রাম।
রাম রঘুপতি রাঘব নরপতি পতিত পাবন রাম
জয়মা জানকী জয় সীতাপতি জয় জয় জয় জয় রাম।
জয় জয় জয় জয় রাম—জয় জয় জয় জয় রাম ॥

—০—

—প্রণাম—

সর্ব্ব বিপদহারী রামধনুধারী
সর্ব্বৈশ্বর্য্য দাতা সর্ব্বভয় ত্রাতা
নমামি তোমায় নমামি নমামি ॥
আনন্দ স্বরূপ আনন্দ দাতা
বিষ্ণু স্বরূপ কল্যাণ বিধাতা।
নমামি তোমায় নমামি নমামি ॥
সর্ব্বলোক রঞ্জক মঙ্গলকারী
রঘুনাথ জগত প্রভু বৈকুণ্ঠের হরি,
নমামি তোমায় নমামি নমামি ॥

—০—

—মহাবীর প্রণাম—

জ্ঞানীগণের অগ্রগণ্য সর্ব্বগুণ নিধান
ভক্ত চূড়ামণি পবন তনয় বীর হনুমান।
মা জানকীর শোকনাশকারী অঞ্জনানন্দন
রামনাম শ্রবণকারীদের সঙ্কটকর মোচন॥
নমামি নমামি নমামি পবন তনয় হনুমান॥

ওঁ তৎ সৎ ওঁ

ভজন

রামনাম সুখধাম ভজ সদা রামনাম।
যে চা'বে বৈকুণ্ঠধাম জপিবে সে মধুনাম।
অবিরাম অবিরাম প্রেমভরে ভজরাম।
বাহু দুটি তুলে রাম নাচিতে নাচিতে রাম।
হেলে দুলে বল রাম মধুনাম মধুনাম।
প্রেম ভরে অশ্রু ঝরে প্রাণারাম প্রাণারাম।
কালের কবলে পড়ে মনে প্রাণে রামনাম।
মোহ মায়া নাশিবারে জপনাম রামনাম।
সব রাম সবে রাম যা দেখ সকলি রাম।
তাই বলি অবিরাম ভজ সবে সেই নাম।
পঞ্চমুখে পঞ্চানন সদা ভজে যেই নাম।
সদানন্দে ভজনাম সদানন্দময় রাম।

———

ভগবান শ্রীশ্রীহরিহর বাবার সংক্ষিপ্ত জীবনী-পঞ্জিকা (এক নজরে)

	ইংরাজী বাংলা	স্থিতি	বিশেষ প্রয়োজনীয়
আবির্ভাব	১৮২১—১২২৭		ছাপরা জিলায় জাক্সরাপুরে।
মাতার দেহত্যাগ	১৮৩০—১২৩৬	১৪ বৎসর	
পিতার দেহত্যাগ	১৮৩৫—১২৪১		
সোনপুরে যাত্রা	১৮৩৫—১২৪১		
ছোট ভাইয়ের দেহত্যাগ	১৮৩৮—১২৪৪		ছোট ভাইসহ পড়িবার জন্য সোনপুরে যাত্রা।
ভাগলপুর যাত্রা	১৮৩৮—১২৪৪		
পুনঃ সোনপুর	১৮৩৯—১২৪৪	৪ বৎসর	
গৃহত্যাগান্তে বিন্ধ্যাচলের পথে	১৮৩৯—১২৪৫	৩ বৎসর	
অযোধ্যার পথে	১৮৪২—১২৪৮	৪০ বৎসর	
৺কাশীধামে উপস্থিত (নাগোয়া)	১৮৮২—১২৮৮		
যজ্ঞপবীত ত্যাগ	১৯২১—১৩২৭		সন্ন্যাস গ্রহণ, মানসপুত্র প্রাপ্তি।
মানসপুত্র প্রাপ্তি	১৯২৩—১৩২৯		নাগোয়ায় স্থিতি ৪৩ বৎসর।
অসিতে যাত্রা	১৯২৫—১৩৩১	২৪ বৎসর	
নশ্বর দেহত্যাগ	১৯৪৯—১৩৪৫		অসিতে জীবনের শেষ দিনে মানসপুত্র বিশ্বনাথ বাবাকে গদিতে অভিষেক করিয়া যান।
	১২৮—১২৮—১২৮		